আল-কুরআনুল কারীম'র

অর্থের অনুবাদ

('আম্মা পারা/জুয্উ 'আম্মা)

বাশীর বিন মুহাম্মদ আল-মা'সূমী

সম্পাদক

অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ: আদ-দারুত তা'লীমীয়্যাহ

আদ-দারুত তা'লীমীয়্যাহ

মাক্কাতুল মুকাররামাহ

﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَـٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾

(البقرة- ٢)

এ মহাগ্রন্থে কোন সন্দেহ নেই; মুত্তাকীদের (ধর্মপরায়ণ) জন্য এতে রয়েছে পথ-নির্দেশ।

(সূরাঃ আল-বাকারাঃ, আয়াঃ ২)

যোগাযোগের ঠিকানা

বাশীর বিন মুহাম্মদ আল-মা'সূমী

সম্পাদক: অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ, আদ-দারুত তা'লীমীয়্যাঃ

পোষ্ট বক্স নং: ১৩৪৪

মাক্কাতুল মুকাররমাঃ, সঊদী 'আরব

ফোন ও ফ্যাক্স: ৫২৭৫৩৬২ (মাক্কাঃ)

মোবাইল: ০৫০৩৪৫০৭৫৫১

E.mails: bashir_masumi@yahoo.com, bashirmm@hotmail.com

Website: www.talimiyyah.com

ব্যবসায়িক যোগাযোগ

আদ-দারুত তা'লীমীয়্যাঃ

আল-জামেয়া কমার্শিয়াল সেন্টার

বাখাসন স্ট্রিট, জেদ্দা

ফোন: ৬৮১১০৪৯: ফ্যাক্স: ৬৩৩১৫৬৯

Website: www.talimiyyah.com

ترجمة معاني القرآن الكريم

(جزء عمّ)

আল-কুরআনুল কারীম'র

অর্থের অনুবাদ

('আম্মা পারা/ জুয্‌উ 'আম্মা)

بشير بن محمد المعصومي
رئيس لجنة الترجمة والمراجعة للدارالتعليمية

বাশীর বিন মুহাম্মদ আল-মা'সূমী
সম্পাদক
অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ: আদ-দারুত তা'লীমীয়্যাঃ

আদ-দারুত তা'লীমীয়্যাঃ
মাক্কাতুল মুকাররমাঃ

(ح)بشير بن محمد المعصومي، ١٤٢٨ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المعصومي، بشير محمد

ترجمة القرآن الكريم - جزء عم / بشير محمد المعصومي — مكة المكرمة، ١٤٢٨ هـ

٨٨ ص، ٢١ X ٣٠ سم

ردمك: ٩٧٨-٩٩٨ -٥٨ -٦٨ -٦

(اللغة البنغالية)

١. القرآن - التفسير الحديث أ. العنوان

ديوي ٢٢٧.٦ ١٤٢٨/٧١٣٠

رقم الإيداع ١٤٢٨/٧١٣٠

ردمك: ٩٧٨-٩٩٦٠-٥٨-٦٨١-٦

কপি রাইট: আদ-দারুত তা'লীমীয়্যাহ, মাক্কাহ আল-মুকাররমাহ। কেউ কিতাবগুলো বিতরণ করার জন্য ছাপাতে চাইলেও অনুবাদক বা প্রকাশকের অনুমতির প্রয়োজন।

প্রথম সংস্করণ: মাক্কাহ আল-মুকাররমাহ, ১৪২৮/ ২০০৭
দ্বিতীয় সংস্করণ: মাক্কাহ আল-মুকাররমাহ, ১৪২৯/ ২০০৮

Cover Design and Page Layout:
Mahiuddin Mohammad Jalal Talukder
E-Mail: mmjt1960@gmail.com

মুদ্রণ: দার ওয়াফ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, জিদ্দাহ
টেলিফোন: ৬৭২৯০০০, ফ্যাক্স: ৬৭২৯৬৭৭

প্রকাশক: আদ-দারুত তা'লীমীয়্যাহ
পোষ্ট বক্স নং: ১৩৪৪
মাক্কাতুল মুকাররমাহ, সা'য়ুদী 'আরব
ফোন ও ফ্যাক্স: ৫২৭৫৩৬২ (মাক্কাহ)
মোবাইল: ০৫০৩৪৫০৭৫৫১

ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعـــد ...

আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহর বাণী; ভাষা 'আরাবী। কুরআনীয় ভাষার গাম্ভীর্য, প্রকাশভঙ্গির ব্যঞ্জনা, বাক্য গঠনের শৈল্পিক রীতি, ভাষা প্রয়োগের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য, শব্দ চয়নে যথার্থতা, ছন্দের মাধুর্য ও ভাবের গভীরতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আল-কুরআনুল কারীম অন্য ভাষায় অনুবাদ বা তরজমাহ্ করা সম্ভব নয়। তাই আল-কুরআনুল কারীমের তরজমা হয় না, অর্থের তরজমাহ্ হয়। আরবদের ভাষায়: ترجمة معاني القرآن الكريم আল-কুরআনুল কারীম অর্থের অনুবাদ - Translation of the Meaning of the Noble Qur'an.
আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদ করে কোন অনুবাদক দাবী করতে পারেন না যে তার অনুবাদ যথার্থ কেননা কুরআনীয় শব্দের একাধিক অর্থ এবং তাফসীরও বহুমুখী। তরজমাকালে বিখ্যাত তাফসীরবিদদের তাফসীরের আলোকেই তা করতে হয়।
এ পর্যন্ত আল-কুরআনের প্রায় শ'খানেক বাংলা তরজমাহ্ প্রকাশ হয়েছে। প্রথম দিকে তরজমাহ্ হয়েছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যাতে অনেক ঘাটতি ছিল। সে সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মিলিতভাবে তরজমাহ্ সম্পাদন করা হয় এবং সে তরজমাহ্ অনেকখানি সফল হয়েছে। এ ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র তরজমাহ্ উল্লেখযোগ্য যা ১৯৭৪ সালে প্রথম প্রকাশ হয়; এ পর্যন্ত যত বাংলা তরজমাহ্ প্রকাশ হয়েছে তার মধ্যে ভাল। পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও সম্মিলিতভাবে কিছু তরজমাহ্ প্রকাশ হলেও সেগুলোর কোন গুণগত উন্নতি হয়নি; বরং লক্ষ্য করা গেছে যে সে সব তরজমাহ্ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তরজমারই অনুকরণ। অনুকরণে দোষ নেই তবে তা সাবেক তরজমাহ্ থেকে উন্নতমানের হওয়াই প্রত্যাশিত ছিল; কিন্তু তা হয়নি ফলে সঠিক তরজমার চাহিদা আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে। সে চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে এটা আমাদের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা। আর এ প্রচেষ্টা সফল হলে পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ আল-কুরআনুল কারীম তরজমাহ্ করতে সচেষ্ট হবো- إن شاء الله
বক্ষমান তরজমায় বিভিন্ন তরজমাহ্ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে তার মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সম্পাদিত তরজমাহ্। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত মুবারক করীম জওহরের তরজমাও সামনে রাখা হয়েছে যা উপরোক্ত তরজমার চলতি ভাষার রূপ মাত্র; ভাষা সুন্দর কেননা বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলিম সাহিত্যিকদের দ্বারা তা সম্পাদিত; ভাষা সুন্দর হলেও অনেক প্রতিশব্দ মুসলিম সমাজে অগ্রহণযোগ্য।
ইংরেজী তরজমার মধ্যে Abdullah Yusuf Ali, Dr. Muhsin Khan & Dr. Taqiuddin Hilali এবং Sahih International. Jeddah, কৃত তরজমাহ্ এবং উর্দু তরজমাহ্ আহসানুল বায়ানও মাঝে মাঝে দেখতে হয়েছে। তাফসীরের মধ্যে তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীর জালালাইন, তাফসীর আস-সা'দী এবং তাফসীর আল-মুয়াসসার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
উল্লেখ্য যে বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু তরজমাহ্ সামনে থাকলেও তাফসীর দেখে নিশ্চিত না হয়ে কোন আয়াতের তরজমাহ্ করি নি। এ তরজমাহ্ কোন তরজমারই কার্বন কপি নয়। কোন কোন তরজমার সাথে মিল আছে কেননা এ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। যে তরজমাহ্ সঠিক তা গ্রহণ করতেই হয়েছে। সত্যানুসন্ধানী পাঠক বা গবেষক এ তরজমাহ্ ও অন্য তরজমার মধ্যে ফারাক লক্ষ্য করবেন।

'আরবী ও বাংলা ভাষা বিপরীতধর্মী ও ভিন্ন গোত্রীয়। 'আরাবী ভাষা সেমিটিক ভাষার অন্তর্ভুক্ত আর বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপিয়ান গোত্রীয়। 'আরাবী ভাষা সাধারণভাবে ক্রিয়াপদ দিয়ে বাক্য শুরু হয় কিন্তু বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদটি শেষে বসে। 'আরাবী ভাষায় মুদাফ ও মুদাফ ইলাইহি বা সম্বন্ধমূলক সম্বন্ধপদ বাংলা ভাষায় উল্টো, যেমন: بيت الرجل লোকটির বাড়ি অথচ 'আরাবী ভাষায় বাড়ি শব্দটি আগে পরে লোকটি। সিফাত মাওসূফ বা বিশেষণমূলক পদও উল্টো, যেমন: رجل طيب বাংলায় হবে ভাল লোক। অথচ 'আরাবী ভাষায় লোক শব্দটি আগে বসে, পরে ভাল।
তরজমার নিয়ম হলো যে ভাষায় তরজমা হবে সে ভাষার গতি প্রকৃতি অনুযায়ীই তা হতে হবে। আর এভাবে আল-কুরআনুল কারীমের তরজমাহ হয়ে এসেছে। তবে এ তরজমায় সে ট্রেডিশনাল রীতি পালন করা হয়নি। আল-কুরআনুল কারীমের ভাষার গতি অনুযায়ীই বাংলা ভাষাকে সাজান হয়েছে। ডান থেকে আরাবী পড়ে আসলে বাংলা ভাষার বাম দিকে ক্রমাগত অর্থগুলো পাওয়া যাবে কিন্তু শব্দের সামান্য হেরফেরও হয়েছে। সব তরজমায় এটা বজায় রাখা সম্ভব নি, তাই তরজমার প্রচলিত রীতিতে তা করতে হয়েছে।
'আরাবী ভাষার গতি সুরক্ষকেরই তরজমাহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কুরআনের প্রকাশভঙ্গি, অনুপ্রাস, ছন্দ, লালিত্য, ব্যঞ্জনা ও সর্বোপরি শৈল্পিক রীতি অন্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবু কুরআনীয় বৈশিষ্ট্য ও ধারাকে সাধ্যমত বাংলা ভাষায় খাপে বইয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। 'আরাবী ভাষার ফে'ল, ফা'য়েল, মাফ'উল ও হাল-কে বাংলা ভাষায় ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিশেষ্য, কর্মপদ, কর্তৃপদ ইত্যাদি সমভাবে রাখতে সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। কুরআনীয় ছন্দ, বাগধারা ও অলংকারকে বাংলা ভাষায় রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বাংলা ভাষার গতি ও প্রকৃতির প্রয়োজনে সব সময় তা করা সম্ভব হয় নি। ফে'ল মাযীকে কখনও ফা'য়েলের সিগাতে তরজমাহ করতে হয়েছে নইলে ভাষার মেলে না, যেমন, إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝ - سورة المطففين

যারা দুষ্কৃতকারী তারা তো মু'মিনদের উপহাস করতো। অথচ যদি তরজমাহ করা হয়: যারা দুষ্কর্ম করেছে, তারা, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে উপহাস করতো- যা আক্ষরিক। আর তাহলে তরজমার ভাষা সাবলীল হতো না, ভাষার ছন্দ নষ্ট হতো। আবার ফে'ল মাযীকে কখনও মাসদারে তরজমাহ করতে হয়েছে, যেমন: তারা যা করেছে কে করা হয়েছে তাদের কৃতকর্ম ইত্যাদি। কুরআনীয় ভাষার গতি ও স্টাইলকে সঙ্গতভাবে বাংলা ভাষার সাথে খাপ খাওয়ানো হয়েছে। আর এ প্রচেষ্টায় কতটুকু সফল হয়েছি তা বিচার করবেন সমঝদার পাঠক-পাঠিকা।
তরজমাহ করার সময় অনেক যোগ্য ব্যক্তিদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করেছি। ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ আল-কুরআনুল কারীমের তরজমাহ করার সময় বিশিষ্ট 'আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমেই তা সম্পন্ন হবে। এককভাবে আল-কুরআনুল কারীমের তরজমাহ খুবই কঠিন কাজ এবং সময়সাপেক্ষ উপরন্তু আল-কুরআনুল কারীমের অনুবাদের জন্য যে সব বিশেষ 'ইলমের প্রয়োজন তা কোন এক জনের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর। আমার মাঝে তো অনেক কিছুরই ঘাটতি। তাই প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস।
আগামীতে আল-কুরআনের তরজমাহ বিশেষ কমিটির দ্বারাই সম্পন্ন হবে। আশা করি সে তরজমা হবে আরো সঠিক, সাবলীল ও প্রাঞ্জল - بإذن الله تعالى
পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অনুরোধ রইল: তারা যেন আমাকে আল-কুরআনের মুতারজিম বা অনুবাদক মনে করে অভিহিত না করেন। যাহোক তরজমাকে সঠিক ও সাবলীল করার চেষ্টা করেছি, পরিমার্জিত ও পরিশীলিতভাবে প্রকাশ করার মেহনত করেছি। আর কোন কাজ সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করাকেই আল্লাহ্ পছন্দ করেন। (হাদীছ) আমার এ মেহনত কতটুকু সফল হয়েছে তা মূল্যায়ন করবেন যোগ্য আলেম ও বোদ্ধা পাঠক। এ তরজমায় কোন ভুল বা অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা আমাকে জানালে বাধিত হব। পাঠকদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম প্রতিফল দান করুন।

বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের অর্থের সঠিক তরজমার ভাষা হবে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল- এ উদ্দেশ্যেই এমন একটি কাজে উদ্যোগী হয়েছি। নিয়্যাতের ব্যাপারে সম্যক অবহিত আল্লাহ তা'আলা; তিনিই তো অন্তর্যামী। তিনিই সৎ আমল কবূলকারী। তাই তাঁরই কাছে দু'আ করি।

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١٢٧ ﴾ [البقرة: ١٢٧]

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজকে কবুল করো, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [আল-বাকারাহ, ১২৭]

পরিশেষে বলি:

نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص فيما نقول وفيما نكتب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين .

ইতি

ভুক্তভোগী
বাশীর মুহাম্মাদ আল-মা'সূমী
মাক্কাতুল মুকাররমাহ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল-কুরআনুল কারীমের এ তরজমাঃ প্রকাশকালে যাদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা নৈতিক কর্তব্য কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

«مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللَّهَ» رواه الترمذي

যে মানুষের শুকর (কৃতজ্ঞতা স্বীকার) করে না, সে আল্লাহর শুকর করে না। (আত-তিরমিযী)
তাই প্রথমে নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকর আদায় করি। তাঁরই তাওফীক ও ইহসান ছাড়া আমার মত অ-'আলেমের পক্ষে এ কাজ আনজাম দেয়া সম্ভব হতো না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾﴾ (سورة البقرة)

যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি হিকমাহ দান করেন। আর যাকে হিকমাহ দেয়া হয় তাকে প্রচুর কল্যাণ দেয়া হয়। এবং শুধু বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই শিক্ষাগ্রহণ করে। (সূরাঃ আল-বাকারাঃ, আয়াতঃ ২৬৯)
তিনিই আমাদের অভিভাবক ও তাওফীক দাতা আর সবকিছু তাঁরই মেহেরবাণী।
তারপর ধন্যবাদ জানাই ডঃ মুহাম্মাদ খানকে যিনি বাদশাহ 'আবদুল 'আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যাপক; গবেষণামূলক বহু বইয়ের লেখক: বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের শতবর্ষ ও ইতিহাস, The Holy Quran in South Asia, History of Bangla Printing (বাংলা একাডেমী কর্তৃক এ বইটি ২০০২ সালের শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে ঘোষিত হয়েছে)। তার নিরন্তর উৎসাহ ও আগ্রহের আতিশয্যেই এ কাজে হাত দিতে বাধ্য হয়েছি। ১৯৯৮ সালে বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, মদীনা থেকে প্রকাশিত তাফসীর আল-মুয়াসসারের তরজমার এডভারটাইজমেন্টের ফটোকপি করিয়ে জোর করে তিনি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু অংশের তরজমাঃ করতে আমাকে বাধ্য করেছিলেন। তার মতে আমার ভাষা ও লেখার ধরন নাকি ভাল। তার আন্তরিক স্নেহ ও অকৃত্রিম বাৎসল্য অস্বীকার করার জো ছিল না। সেই সূত্র ধরেই আজকের এ তরজমাঃ। জাযাহুল্লাহু খায়রাল জাযা।
ডঃ খান সাহেব আমাকে তরজমার কঠিন পথে ঠেলে দিলেন আর সে পথের প্রাথমিক গতি দান করলেন জনাব শাফীক হুসায়েন, রিয়াদের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী। ১৯৯৮ সালে তিনি নিজ খরচে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা আল-কুরআনুল কারীমের তরজমাঃ করিয়ে তা প্রকাশ করলে তা এখানে গ্রহণযোগ্য হয় নি। এ কারণে তিনি আমাকে জুয্উ 'আম্মা'র তরজমাঃ করতে অনুরোধ করেছিলেন: তাই সূরাঃ আন-নাবা থেকে সূরাঃ আত-তারেক পর্যন্ত তরজমাঃ করেছিলাম। আর এ তরজমাঃ বহু 'আলেমদের কাছে পছন্দ হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পুরা করা হয় নি। ২০০২ সালে রিয়াদের দারুস সালাম প্রকাশিত ডঃ মুজীবুর রহমানের আল-কুরআনুল কারীমের নামে তথাকথিত বাংলা তরজমাঃ প্রকাশ হলে সে তরজমার দৈন্য-দশা লক্ষ করে তিনি পুনরায় আমাকে জুয্উ 'আম্মা'র তরজমাঃ সম্পূর্ণ করতে বলেন। তিনি আন্তরিকভাবে কামনা করেন যে বাংলা ভাষায় আল-কুরআনুল কারীমের একটা সঠিক, সুষ্ঠু ও সাবলীল তরজমাঃ হোক যা রেফারেন্স হিসাবে সকলের কাছে গৃহীত হবে। তারই উৎসাহের আতিশয্যে ও আগ্রহের প্রাবল্যে পুনরায় তরজমার কাজ শুরু করতে বাধ্য হয়েছিলাম। জনাব শাফীকের নির্ভেজাল আন্তরিকতা, ঐকান্তিক আগ্রহ ও অকৃত্রিম সদিচ্ছার জন্য আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিফল দান করুন, দুনিয়া ও আখেরাতে তার খায়ের করুন।
তারপর ধন্যবাদ জানাই জনাব এ এন এম সিরাজুল ইসলামকে, যিনি বর্তমানে রেডিও জিদ্দার বাংলা বিভাগের প্রধান, বহু বইয়ের লেখক এবং অনুবাদক। আমার সব লেখার তিনি উৎসাহী পাঠক, যোগ্য সমালোচক, এবং নিরন্তর পৃষ্ঠপোষক। আমার লেখার ব্যাপারে তার আন্তরিক সদিচ্ছা ও শুভ কামনা সত্যি সতত বিদ্যমান। আল্লাহ তার হায়াত দারাজ করুন এবং তাকে সিহহাঃ ও 'আফিয়াঃ (স্বাস্থ্য ও সুখ) দান করুন-আমীন: ইয়া-রাব্বাল 'আলামীন।

ইঞ্জিনিয়ার মুজীবুর রহমানকেও ধন্যবাদ-যিনি দূরে থেকেও তার উৎসাহ, সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা সব সময় ছায়ার মতো আমাকে ঘিরে রেখেছিলেন। ১৯৮৫ সালে অনুবাদ লেখার শুরু থেকে আমৃত্যু তিনি আমাকে নিরন্তরভাবে উৎসাহ যুগিয়ে এসেছেন। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। - জাযাহুল্লাহু খায়রান।

জনাব আবদুল হান্নানকেও ধন্যবাদ–যিনি এ বইয়ের কম্পিউটার টাইপ করেছেন। বাংলাদেশের এক বিখ্যাত মাদ্রাসা থেকে তিনি পাশ করা 'আলেম। টাইপ করার সময় তরজমার অনেক অসংগতি ও দুর্বোধ্যতা তিনি আমার দৃষ্টিগোচরে এনেছেন; এতে তরজমার মান হয়েছে উন্নততর - জাযাহুল্লাহু খায়রান।

জনাব মুহিউদ্দীন মুহাম্মদ জালালকে বিশেষ ধন্যবাদ। ভাষা বিন্যাস, উপস্থাপনা এবং সামগ্রিক সৌন্দর্য বর্ধনে তার অবদান স্মরণীয়। এছাড়া বইয়ের কম্পিউটার ডিজাইনের কাজও তার হাতে সম্পন্ন হয়েছে - জাযাহুল্লাহু খায়রান।

তায়েফের ইসলামী দাও'য়া ও নির্দেশনা অফিসের দা'য়ী শহীদ হারুন এবং রিয়াদের দা'য়ী আবদুল বারী সাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ। তাদের তৎপরতার কারণে এ তরজমাঃ ছাপানোর প্রাথমিক সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম। জাযাহুমাল্লাহু খাইরান।

বিশেষভাবে শুকর 'আদায় করি, মাদীনার বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স'র। এ সংস্থা থেকে প্রকাশিত আত-তাফসীর আল-মুয়াসসার না পড়লে এ তরজমায় হাত দিতে সাহস করতাম না। এ তাফসীর হলো উম্মুহাতুত তাফাসীর অর্থাৎ সব তাফসীরের জননী বা মূল'র নির্যাস যা বর্তমান মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত তাফসীর-বিশারদ ও যোগ্য 'আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির দ্বারা সম্পাদিত। তাফসীর সাহিত্যের শেষ এডিশন এবং 'আরবদের জন্য এক অনবদ্য উপহার। এ তাফসীর পড়ার ফলে বহু সময় বেঁচেছে এবং এরই মধ্যে মাশহুর তাফসীরের স্বাদও পেয়েছি। ভবিষ্যতে এ তাফসীরের বাংলা তরজমাঃ করার ইচ্ছা রয়েছে। এ ব্যাপারে পাঠকদের কাছে দু'আর দরখাস্ত রইল। আল্লাহর দয়া, পাঠকদের দু'আ এবং বান্দার মেহনত ভবিষ্যতে এ কাজকে সফল ও সার্থক করবে, ইন শা আল্লাহ।

আর যাদের তরজমাঃ থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে তাদের প্রতি রইল সবিশেষ কৃতজ্ঞতা। তাদের তরজমার বদৌলতে এ তরজমাঃ হয়েছে সহজতর। আল্লাহ তাদেরকেও এ কাজের সাওয়াবে শরীক করবেন এবং এতে তাদের কোন ঘাটতি হবে না। আর তিনিই তো উত্তম প্রতিফলদাতা - إنه جواد كريم

আমাদের শেষ কথাই হলো: আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন ওয়া সালাত ও সালাম 'আলা নাবীয়েনা মুহাম্মদ ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমা'য়ীন....।

نسأل الله أن يعلمنا ما لم نعلم من دينه الحنيف ويهدينا إلى الصراط المستقيم وهو الهادي إلى سواء السبيل.

ইতি

কৃতজ্ঞ অনুবাদক

তরজমাঃ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু কথা

'আরাবী ভাষা সেমিটিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ গোষ্ঠীর ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো বাক্য শুরু হয় ডান দিক থেকে এবং সাধারণভাবে জুমলাঃ ফে'লীয়াঃ (ক্রিয়াবাচক বাক্য) এবং জুমলাঃ ইসমীয়াঃ (বিশেষ্যবাচক বাক্য) দিয়ে এর ব্যবহার শুরু হয় যেমনঃ
محمد رسول الله - ضرب زيد عمرا ইত্যাদি। তবে জুমলাঃ ফে'লীয়ার প্রাধান্য বেশি।
'আরাবী ভাষায় জুমলাঃ ফে'লীয়াঃ ও জুমলাঃ ইসমীয়াঃ ছাড়াও আরো অনেক জুমলাঃ বা বাক্য আছে সেগুলো ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহার হয়, যেমনঃ জুমলাঃ শারতীয়াহ, জুমলাঃ যারফীয়াহ, ইত্যাদি।
বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপিয়ান গোত্রের আর্য শাখার অন্তর্ভুক্ত। এ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হলো বাক্য বাম দিকে থেকে শুরু হয় এবং সাধারণভাবে ক্রিয়াপদ শেষে বসে, যেমনঃ করিম 'আবদকে মেরেছে। ইংরেজী ভাষায় Varb বা ক্রিয়াপদ মধ্যে বসে, যেমনঃ We worship Allah - আমরা আল্লাহর 'ইবাদত করি।
'আরাবী ভাষায় জুমলাহ/বাক্য গঠনে জুমলাঃ ফে'লীয়াহ তারতীব হলো প্রথমে ফে'ল (ক্রিয়া), তারপরে ফা'য়েল (কর্তা) আর শেষে মাফ'উল (কর্ম)। আর জুমলাঃ ইসমীয়াহ ক্ষেত্রে প্রথমে মুবতাদা তারপরে খবর সাধারণত ব্যবহৃত হয়; তবে অনেক সময় বিপরীতও হয়।
বাংলা ভাষায় বাক্যের প্রথমে আসে কর্তা, তারপরে কর্ম, শেষে ক্রিয়া। এ দু'ভাষার গঠন, বিন্যাস ও প্রকাশরীতি ভিন্নমুখী। তাই তরজমার ক্ষেত্রে বৈপরীত্য স্বাভাবিক।
'আরাবী ভাষার গঠন, বিন্যাস আর বাংলা ভাষার গঠন ও বিন্যাস আপাতত দৃষ্টিতে বিপরীতমুখী হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই গতিতে মিলানো সম্ভব – বিশেষ করে কুরআনের তরজমার ক্ষেত্রে যেমনঃ

ألم نجعل الأرض مهدا - আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা?
والجبال أوتادا এবং পর্বতসমূহকে পেরেক?

লক্ষণীয় যে, এখানে 'আরাবী ভাষার গতি মুতাবেকই তরজমাঃ হয়েছে অথচ বাংলা ভাষার প্রয়োগরীতিতেও গ্রহণযোগ্য। এভাবে কুরআনের তরজমাঃ করা সম্ভব হলে এতে কুরআনীয় পদ্ধতি বহাল থাকল এবং বাংলা ভাষাতেও তা গৃহীত হলো, যেমনঃ

بسم الله الرحمن الرحيم - আল্লাহর নামে যিনি অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু।
الحمد لله رب العلمين - যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

বাংলা ভাষার গতি মুতাবেক তরজমাঃ করা হলে হবেঃ
অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা
তবে যে তরজমাঃ 'আরবী শব্দের কাছাকাছি সেটাই গ্রহণযোগ্য কেননা পাঠক এতে কুরআনের 'আরাবী শব্দগুলোর অর্থ বাংলা শব্দের সাথে সমান্তরালভাবে পেয়ে যাবেন। অন্য উদাহরণঃ

صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين

তাদের পথ – যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, তাদের পথ নয় যারা (তোমার) ক্রোধে পতিত নয় আর পথভ্রষ্ট নয়।

এখানে তরজমাঃ 'আরবী ভাষার গতি মুতাবেকই হয়েছে এবং কুরআনের ভাষার গতি, ভাব ও প্রয়োগরীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে; এতে কোন পরিবর্তন, বিবর্তন বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় নি।
আর যদি صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين এর তরজমাঃ করা হয়ঃ
তাদের পথে - যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছো, তাদের পথে নয় যারা ক্রোধগ্রস্ত ও পথভ্রষ্ট।

এ তরজমাঃ কুরআনীয় পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; তবে ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণযোগ্য। صراط শব্দের আগে নয় বা না শব্দ নেই; কোন বিভক্তিরও যোগ নেই। তাই এ শব্দের বাংলা তরজমায় এ বিভক্তি যোগ হয়ে পথে শব্দটি এবং নয় শব্দটি যোগ না করে শুধু পথ তরজমাঃ করলে কুরআনীয় রীতি (উসলুব) বজায় থাকে।

কুরআনের প্রয়োগরীতিঃ غير المغضوب عليهم ولا الضالين - *যারা ক্রোধে পতিত নয় আর যারা পথভ্রষ্ট নয়।* এখানে المغضوب শব্দের আগে غير আর الضالين শব্দের আগে لا, নেতিবাচক শব্দ দুটি আছে; صراط শব্দের আগে এরূপ না-বোধক কোন শব্দ নেই। বাংলা তরজমায় صراط শব্দের আগে 'না' বা 'নয়' শব্দ ব্যবহার করলে কুরআনের উসলুবের বিপরীতে যাওয়া হয় না কি? যদি বাংলা ভাষায় তা প্রকাশ সম্ভব না হতো সে কথা আলাদা কিন্তু এ আয়াতকে অবিকল তরজমাঃ করা সম্ভব। তাহলে তা ছেড়ে দেয়া কেন? আর এভাবেই পরবর্তী সংস্করণে পরিবর্তন করা হয়েছে - ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'র তরজমায়। পুনরায় বলি যে এ আয়াতের তরজমায় اسم مفعول ও اسم فاعل 'র দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ তারা ইহুদী ও নাসারা। প্রথমে اسم فاعل 'র সাথে الذين উহ্য রেখে انعمت عليهم ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। পরে اسم مفعول ও اسم فاعل 'র আগে غير ও لا যোগ করা হয়েছে। مفعول به অর্থাৎ صراط শব্দের আগে غير বা لا হয় নি; তাই صراط শব্দের আগে না-বাচক শব্দ যোগ করে তরজমাঃ করা হলে কুরআনীয় রীতির বিপরীত হয়, যেমনঃ *তাদের পথে নয় যারা (তোমার) ক্রোধে পতিত ও পথভ্রষ্ট।* ব্যাখ্যা হিসাবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে যদি না তরজমার ভাষায় তা প্রকাশে বিঘ্ন ঘটে। বাংলা ভাষায় কুরআনীয় এ রীতিতে অবিকল তরজমায় কোন অসুবিধা নেই, যেমনঃ *(তাদের পথ) যারা (তোমার) ক্রোধে পতিত নয় ও পথভ্রষ্ট নয়।* ভাষা প্রয়োগের পার্থক্য লক্ষণীয়।

একারে আরও কিছু তরজমার নমুনাঃ بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك - *তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বেও যা অবতীর্ণ করা হয়েছে।* এ আয়াতে أنزل পরিবর্তে أُنزل ব্যবহৃত হয়েছে যা باب ইফ'আলের মাজহুলের সীগাহ বা Passive Voice বা কর্মবাচ্য। অনেকেই এ আয়াতের তরজমাঃ করেছেন মা'রূফের সীগাহ বা Active Voice বা কর্তৃবাচ্যে, যেমনঃ *তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বেও যা অবতীর্ণ হইয়াছে।* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) এভাবে মাজহুল এর পরিবর্তে মা'রূফের সীগাহ أنزل তরজমাঃ করলে কুরআনের বাচনভঙ্গির বিপরীত হয় কেননা কুরআন নিজে নিজে অবতীর্ণ হয় নি বরং তাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা কুরআনে যে পদ্ধতিতে শব্দের ব্যবহার করেছেন তরজমাঃ করার সময় সেদিকে লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরী। সকর্মক ক্রিয়া ও অকর্মক ক্রিয়ার ব্যবহারে সচেতন থাকা আবশ্যক।

সাধারণভাবে লেখার মধ্যে ব্রাকেটের ব্যবহার কম হলে ভাল হয় কিন্তু কুরআনের ভাষা, ভাব, প্রকাশভঙ্গি অসাধারণ। তাই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে দোষের কিছু নয় কেননা কুরআনের বহু আয়াতে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়েছে যা ব্যাখ্যা ছাড়া প্রকাশ করা কঠিনতর বরং ব্রাকেটের মধ্যে প্রয়োজনীয় কিছু যোগ করলে অর্থ সুস্পষ্ট হয়। ব্রাকেট ব্যবহারে এমন দূরদর্শিতা থাকতে হবে যে সেটা না পড়লেও অর্থ প্রকাশ হয় আর পড়লে অর্থ অধিকতর সুস্পষ্ট হয়। কুরআনের বিখ্যাত দুটো ইংরেজী তরজমায় ব্রাকেট ব্যবহৃত হয়েছে।

আল-কুরআনের ভাষার এক বিশেষ ছন্দ আছে। সে ছন্দ ও মাধুর্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন তবে তরজমাকারীর সে বোধ, অনুভূতি ও দক্ষতা থাকলে নিজ ভাষায় সে ছন্দের সুর লহরীকে কিছু প্রবাহিত করতে পারেন।

কুরআনের অনেক স্থানে আল্লাহ্ তা'য়ালা وما ادرىك এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছেন, যেমনঃ وما ادرىك ما الحطمة যার অর্থঃ কিসে তোমাকে জানাল হুতামাঃ কী। প্রায় সকলেই তরজমাঃ করেছেন, *হুতামা কী, তাহা তুমি কি জান?* এখানে يدرى ফে'লে মুদারে এর পরিবর্তে ادرى ফে'লে মাযীর সীগাহ্ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ যা জিজ্ঞাসা করেছেন তার জবাব উত্তরদাতার জানা নেই; একমাত্র আল্লাহই তা জানেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ নিজেই জবাব দিয়েছেন, যেমনঃ نَارٌ حَامِيَةٌ – প্রজ্বলিত অগ্নি (হুতাশন)। সুতরাং ما ادرىك 'র তরজমাঃ *তুমি কি জান?* এভাবে হলে وما ادرىك 'র অর্থ থাকে না বরং يدرى 'র অর্থ হয়। আর তা হলে উত্তরদানকারীর কাছে এ প্রশ্নের উত্তর থাকতেও পারে। স্মরণীয় যে باب -এর পরিবর্তনের সাথে সাথে শব্দের অর্থেরও পরিবর্তন হয়, যেমনঃ علم সে জানল; أعلم সে জানাল; علّم সে শিক্ষা দিল, تعلّم সে শিক্ষাগ্রহণ করল, استعلم সে অনুসন্ধান করল, ইত্যাদি। আরবী ভাষায় ফে'ল বা ক্রিয়া পদের বাবের পরিবর্তনে ক্রিয়া পদটি সকর্মিকা বা অকর্মিকা হতে পারে।

এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় আল-কুরআনুল কারীমের তরজমায় কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেছে, যেমনঃ

أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন; তিনিই ইহাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। (সূরা নাযি'আত: ২৭-২৮। অনুবাদ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)

এ তরজমায় সামকাহা/ سمكها শব্দটির অনুবাদ করা হয়নি, যা এ বাক্যটির মাফঊল বা কর্ম। আল্লাহ আকাশের সামকা বা স্তরকে উপরে উত্তোলন করেছেন, কিন্তু সামা/ আকাশ শব্দটির উল্লেখ নেই বরং সামকাহা / তার স্তর অর্থাৎ আকাশের স্তর উল্লেখ রয়েছে। এভাবে আরও কিছু আয়াতের তরজমায় কর্মপদ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে তরজমা অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

'আরবী ভাষায় اسم فاعل (ক্রিয়া বিশেষ্য) চিরন্তন অর্থ বহন করে, যেমন الضالين যারা পথভ্রষ্ট। এ শব্দের যদি তরজমা করা হয়: যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে - তাহলে এর চিরন্তন অর্থ প্রকাশ ব্যাহত হয় অর্থাৎ যারা শুধু অতীতে হয়েছে, বর্তমান ও ভবিষ্যতে নয়। কিন্তু এ শব্দটির অর্থ সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 'আরবী বইয়ের তরজমায় ক্রিয়া বিশেষ্যকে সাধারণভাবে অতীতকালের ক্রিয়াপদের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে মর্মার্থ হলেও সঠিক হয় না কেননা এতে বর্তমানকাল ও ভবিষ্যতকাল বাদ পড়ে যায়। اسم فاعل 'র অর্থ বর্তমানকাল / مضارع 'র কাছাকাছি।

লক্ষণীয় যে, ঐতিহাসিক সত্য অতীতকালের অর্থে ব্যবহৃত হলেও তার অর্থ বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল বা চিরস্থায়ীভাবে প্রযোজ্য, যেমন قال الله تعالى আল্লাহ তা'আলা বলেন বা আদেশ করেন, Allah says or commands কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন বা আদেশ করেছেন তরজমা করলে বর্তমান বা ভবিষ্যতের অর্থ থাকে না অথচ আল্লাহর কথা ও আদেশ সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য; এমনকি হাদীসও এভাবে তরজমা করা যায় কেননা তাঁর কথা চিরন্তন সত্য তাই তা বর্তমানকালেও ব্যবহার চলে, যেমন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন। উল্লেখ্য যে অনেকেই হাদীসের প্রথমাংশের তরজমায় করেন:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ((..................))

আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: ((..................))। এভাবে আক্ষরিক অর্থ করলে তা শুনতে বা পড়তে ভাল শোনায় না বা ভাষাও সাবলীল হয় না। বাংলা ভাষার প্রয়োগরীতিতে তা বেমানান বা অগ্রহণযোগ্য।

সঠিক হবে: আবূ হুরাইরাহ (রাদী আল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ((........))। এভাবে বলেছেন শব্দ ব্যবহার করলে কাওলুল্লাহ ও কাওলুর রাসূল'র মধ্যে পার্থক্য করা যায়।

তরজমার সাধারণ নিয়ম হলো, যে ভাষায় তরজমা হবে সে ভাষার গতি, প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি মুতাবেকই তা হতে হবে যা সে ভাষাভাষী লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। তরজমাকারী দু-ভাষায় যথার্থ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন আর তা না হলে তরজমায় বিষয় ও ভাব প্রকাশে অসঙ্গতি থাকবে। তরজমাকৃত বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকাও আবশ্যক। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যারা 'আরবী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় তরজমা করছেন দুর্ভাগ্যবশত তাদের অধিকাংশ তরজমাকারীই তরজমা করার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো/নিয়মগুলোর ব্যাপারে ওয়াকিফহাল নন। ইন্না মা শা আল্লাহ। অতি সংক্ষেপে: এ তরজমায় উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়া আরও অনেক বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। কতটুকু সফল হয়েছি তার বিচার করবেন বোদ্ধা পাঠক এবং যোগ্য 'আলেম। এ ব্যাপারে পাঠক-পাঠিকাদের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ইতি

পর্যালোচক

'আরাবী হারফের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন সম্পর্কে কিছু কথা

'আরাবী ভাষার সৃজনশীল বৈশিষ্ট্য, বাক্যালংকার সর্বনামের এবং ধ্বনি প্রকরণের সূক্ষ্মতার কারণে এ ভাষার বহু শব্দ অন্য ভাষায় উচ্চারণ সম্ভব নয়, যেমন: ق হারফ। অন্য কোন ভাষাতে প্রায় সমোচ্চারিত চার হারফ নেই, যেমন: ظ ز ذ ض। অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও স্বাভাবিক কারণে 'আরাবী শব্দের বানান বিভ্রাট দেখা যায়। এ অসুবিধার কথা চিন্তা করে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৯ সালে মার্চ মাসে পূর্ব-বাংলা ভাষা কমিটি (East Bengal Language Committee) গঠিত হয়। মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সভাপতিত্বে উক্ত কমিটি যে প্রতিবর্ণায়ন তালিকা পেশ করে তাতে ظا = জ, ز = জ, ص/س = ছ অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নি। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাবে বাংলা ভাষার বানান, ব্যাকরণ ও বর্ণ-সংস্কার কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীকালে আরও কমিটি গঠিত হয়। সে সব কমিটির সুপারিশের আলোকে স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিবর্ণায়ন কমিটি গঠন করে। সে কমিটির অনুসৃত নীতিমালার ভিত্তিতে 'আরাবী-ফারসী শব্দের এক প্রতিবর্ণীকৃত তালিকা প্রণীত হয় যা পূর্ববর্তী সব প্রতিবর্ণায়ন থেকে বেশী সঠিক। ১৯৮৫ সালে প্রথম বাংলা বই লেখার সময় যে বানানরীতি গ্রহণ করেছিলাম তার সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রবর্তিত বানানরীতির অনেক মিল আছে; সামান্য কিছু অমিলও আছে। কয়েক ক্ষেত্রে তাদের বানান নিয়মতান্ত্রিক হলেও আমার কাছে তা প্র্যাকটিক্যাল মনে হয় নি। 'আরাবী ভাষার কাসরাহ বা যের ই-কারান্তই হয়। সে সূত্র অনুযায়ী ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ নিম্নলিখিত শব্দের বানান দিয়েছেন এভাবে:

عابد - 'আবিদ	عبيد - 'আবীদ	حاكم - হাকিম	حكيم - হাকীম
ذاكر - যাকির	ذكير - যাকীর	شاهد - শাহিদ	شهيد - শাহীদ
سالم - সালিম	سليم - সালীম	ناصر - নাসির	نصير - নাসীর

প্র্যাকটিক্যালি এ বানান রীতি অনুসৃত হলে বাংলা ভাষায় উপরোক্ত সমোচ্চারিত শব্দগুলোর উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় কঠিন হয়ে পড়ে। 'আরাবী শব্দে দীর্ঘ আ-কারান্ত হারফের পর কাসরাহ বা যের থাকলে তা হালকাভাবে উচ্চারিত হয়। তাই ই-কারের বদলে এ-কারান্ত হয়, যেমন:

عابد - 'আবেদ	عبيد - 'আবীদ	حاكم - হাকেম	حكيم - হাকীম
ذاكر - যাকের	ذكير - যাকীর	شاهد - শাহেদ	شهيد - শাহীদ
سالم - সালেম	سليم - সালীম	ناصر - নাসের	نصير - নাসীর

এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত শব্দগুলোর উচ্চারণ ও পার্থক্য সহজবোধ্য এবং লক্ষণীয়।

পুনরায় বলি: 'আরাবী কাসরাহ বা যের সর্বক্ষেত্রে ই-কারান্তই লেখা হয়েছে। তবে শুধুমাত্র দীর্ঘ আলিফের পরই এ-কারান্ত লেখা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক উদ্ভাবিত ডবল আকার দিয়ে বানান রীতি আংশিকভাবে গ্রহণ করেছি কেননা সব বানানের ক্ষেত্রে সে রীতির প্রচলন কি সম্ভব? বাংলা ভাষায় প্রচলিত হাজারো 'আরাবী শব্দকে ডবল আকার দিলে লিখতে হবে: আল্লাাহ (আল্লাহ), রাহমাান (রাহমান), ঈমাান (ঈমান), ইসলাাম, কুরআান, হাালাল, হারাাম, আালাম, ইবরাাহীম, 'আাসেম, কাাসেম, ইত্যাদি। পাঠকেরা ভাবুন তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে? যদি তা হয় তবে পরবর্তীতে এভাবেই লেখা হবে। এ বইয়ে আল-কুরআানুল কারীমের আয়াতে ডবল আকার দিয়ে লেখা হয়েছে যেখানে 'আরাবী শব্দের পাশাপাশি বাংলা উচ্চারণ দেয়া হয়েছে যাতে পাঠক 'আরাবী শব্দের সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে।

অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতো বাংলা ভাষায় অ-কারান্ত শব্দের প্রচলন প্রচুর, যেমন: অলস, একক, কমল, বকুল, গগন, ঘটক, তপন, দই, দর্শক, ধরন, পবন, ফলন, বসন, ভবন, মরণ, হরণ, ইত্যাদি; কিন্তু কোন 'আরাবী শব্দই অ-কারান্ত হয় না; তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হয়।

বাংলা ভাষা যে সব 'আরাবী শব্দ গ্রহণ করেছে তা বাঙালী ঢঙেই লেখা হয়, যেমন: কলম, কবর, খতম, খবর, গজল, গজব, জলসা, জমজম, তলব, তরফ, দখল, নকল, নবাব, মসজিদ, ফসল, হজম, বরকত, মলম, মহল, শরবৎ,

সবর, হজ্জ, হক ইত্যাদি অসংখ্য শব্দগুলো বিশুদ্ধ 'আরাবী। 'আরাবী ভাষায় সেগুলোর উচ্চারণ হ্রস্ব আকার দিয়েই, যেমন: কালাম, খাতাম, খাবার, গারীব, জান্নাত, যামানা, তাজির, নাফস, মাহাল, হাজ্জ, হাক, ইত্যাদি।
এই বইয়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত বানান রীতিতে লেখা হয়েছে কেননা ঐ ধরনের 'আরাবী শব্দ বা বাক্যগুলোকে বাংলা ভাষা একবারে হজম করে নিজ শব্দের খাজানা'র আকার বাড়িয়েছে। 'আম জনগণ ক'জন তার খবর রাখে? কে বা তা খেয়াল করে? এখানে (হজম/هضم) (খাজানা/خزانة) (তাকত/طاقة) ('আম/عام) (আদমী/آدمي) (খবর/خبر) (খেয়াল/خيال) ইত্যাদি শব্দগুলো নির্ভেজাল 'আরাবী শব্দ। হজম/হাযম শব্দটি খালেস 'আরাবী লাফয। হজম শব্দের বাংলা হলো পাকস্থলীক্রিয়া বা পরিপাকক্রিয়া। জেনারেশন অধিকাংশ বঙ্গবাসীর এ ব্যাপারে খেয়াল নেই। এ ধরনের বহু 'আরাবী শব্দ বাংলা ভাষা কবুল করে নিয়েছে।
১৯৮৫ সালের কলিকাতার দেশ পত্রিকায় এক প্রতিবেদনে একজন লেখেছিলেন: "কোন ভাষা অন্য ভাষাকে কবুল করলে তা ইজ্জতের হানি হয় না বরং তার তাকত বাড়ে ... ।" উপরোক্ত কথাগুলোর মধ্যে তিনটি বিশিষ্ট শব্দই নির্ভেজাল 'আরাবী শব্দ। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী তথাকথিত প্রগতিশীল লেখকদের এ ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করার মানসিকতা ও সৎসাহস নেই অথচ পশ্চিমবাংলার হিন্দু লেখকদের এতে হীনমন্যতা ও দ্বিধা নেই। দু-বাংলার 'আলেম শ্রেণী বা মাদ্রাসা ফারেগ কিছু লেখক 'আরাবী শব্দগুলো তরক করে নির্ভেজাল বাংলা শব্দ যোগ করে (যেমন: সবর শব্দের পরিবর্তে ধৈর্য, কবুলের বদলে গ্রহণ ও 'আলেম শব্দের মুকাবেলায় বিদ্বান বা মনীষী ইত্যাদি) প্রগতিশীলদের কাছে উঠতে চাইছেন। তাদের বাংলা ভাষায় জ্ঞান সীমিত বা সর্বজনবিদিত কেননা মাদ্রাসায় বাংলা পড়ান হয় না; আর যা সামান্য পড়ান হয় তা লেখালেখির জন্য যথেষ্ট নয়- এর জন্য প্রয়োজন ভাষার উপর দখল ও প্রচুর পড়াশুনা। ব্যক্তিগত চেষ্টায় যারা গ্রহণযোগ্য বাংলা লেখতে সক্ষম হয়েছেন তাদের কথা আলাদা।
'আরাবী ভাষায় (ة) তা' মারবূতাকে অর্থাৎ গোল তা কে স্ত্রী-কারক তা' বলা হয়। আমাদের পূর্ববর্তী 'আলেমগণ কোন কোন কালিমার শেষে ত'র উচ্চারণ করেছেন যেমন: سنة সুন্নাত, شريعة শরী'আত, صلوة সালাত, زكوة যাকাত, رحمة রহমত, ইত্যাদি। অনেক কালিমার শেষে এ অক্ষর থাকা সত্ত্বেও ত'র উচ্চারণ করা হয় না, যেমন: مكة মক্কা, مدينة মদিনা, كلمة কালেমা, خليفة খলিফা, خديجة খাদিজা, فاطمة ফাতেমা, عائشة আয়েশা, ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, سورة'র উচ্চারণ করা হয়: সূরা কিন্তু آية 'র উচ্চারণ: আয়াত। অনুরূপভাবে رحمة 'র উচ্চারণ করা হয়: রহমত কিন্তু رحيمة'র উচ্চারণ: রহিমা - অথচ সব হরফের শেষে (ة) রয়েছে। তবে কেন এ সব শব্দের শেষে ত'র উচ্চারণ হয় না? (ة) তা' মারবূতার উপর এমন অবিচার কেন? দুর্বল হরফটি স্ত্রী-কারক বলেই কি তাকে নিয়ে এমন হেলাফেলা? আল-কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত/পাঠকালে (ة) কে ছেড়ে দিলে দশ নেকীর ঘাটতি হবে, পড়া অশুদ্ধ হতে পারে। কোন মু'মিন কি সে ছাওয়াব হতে বঞ্চিত হতে চায়? আসলে তা' মারবূতা কোন একক শব্দে থাকলে তার উচ্চারণ উহ্য থাকে, তবে পরের শব্দের সাথে যুক্ত হলেই তার প্রকৃত উচ্চারণ প্রকাশ পায়। যেমন: مكة المكرمة মাক্কাতুল মুকার্রামাহ, المدينة المنورة আল-মাদীনাতুল মুনাওওয়ারাহ, خديجة الكبري খাদীজাতুল কুবরা, فاطمة الزهراء ফাতেমাতুয যাহরা, خليفة النبي খালীফাতুন নাবীই, ইত্যাদি।
ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রবর্তিত (ة) 'র প্রতিবর্ণ বিসর্গ (ঃ) সঠিক ও যথার্থ হয়েছে কারণ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আল-হামদু লিল্লাহি'র হামদ'র প্রথম অক্ষর হ এবং 'আল্লাহ'র শেষ অক্ষরও হ। একটা বড় হা অন্যটি ছোট হা বা হে। (ة) অর্থাৎ তা মারবূতা কে হ'র উচ্চারণ করা হলে হ'রই কাছাকাছি হয়। তবে প্রায়শঃ হলে আ বা হ'র মাঝামাঝি এক ধরনের উচ্চারণ হয় যেমন, নমঃ। নম শব্দের সংস্কৃত ধাতুরূপ এক বিশেষ বিভক্তিতে এভাবেই উচ্চারিত হয়। তাই বিসর্গ (ঃ) অক্ষরটিই হলো (ة) 'র সঠিক প্রতিবর্ণীকরণ।
এই বইয়ের অধিকাংশ বানান-রীতি ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুসৃত নীতিমালার সাথে মিল আছে। তবে যে সব 'আরাবী শব্দ একেবারে বাংলা হয়ে গিয়েছে তাকে সেভাবেই লেখা হয়েছে, যেমন: কলম, খবর, জনাব, ইত্যাদি।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ যে প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে তা চূড়ান্ত ও নির্ভুল বলা চলে না তবে গ্রহণযোগ্য। এর চেয়ে কোন উত্তম বানান রীতি এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি বা অন্য কোন পক্ষ থেকে এ ধরনের চেষ্টাও করা হয় নি। আর তেমন কোন সচেতন পক্ষ নজরেও পড়ে না। ইসলামী বলোগ্রন্থের লেখকগণ এ রীতি গ্রহণ করলেও অধিকাংশ 'আলেম যারা বাংলায় লেখেন তারা এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। এক বিখ্যাত 'আলেমের

যত্তে বা অনেকে মনে করেন বাংলা-ইংরেজী পড়া ব্যক্তিরা 'আরাবী ভাষায় অজ্ঞ; তাই তাদের বাংলা 'আরাবী প্রতিবর্ণায়ন গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলা ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনি প্রকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক অবহিত। 'আলেম শ্রেণী এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। বাংলা ভাষায় পণ্ডিত ও 'আরাবী ভাষায় 'আলেমদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির দ্বারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। এতে দু-দলেরই সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা হয়েছে। তবুও এ ধরনের বাস্তবসম্মত পদক্ষেপও অনেকের কাছে স্বীকৃতি পায় নি যাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, একদেশদর্শী ও অনুদার।

Transliteration 'র ক্ষেত্রে সব ভাষাতেই প্রতীক ব্যবহার হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় 'আরাবী প্রতিবর্ণায়নের প্রতীক ব্যবহার করার সময় এসেছে। বর্তমানে কম্পিউটার প্রযুক্তির যুগে তা সম্ভব। দুঃখের বিষয় যে এ পর্যন্ত 'আরাবী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় নি। প্রত্যেকেই আপন খেয়ালখুশি মতো বানান লেখে চলেছেন; তাই ث ও س স হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। س 'র অক্ষর স, আর ث 'র ছ। حديث বানানে হাদীস'র বদলে হাদীছ হলেই অনেকখানি ঠিক হবে কেননা বাংলা ভাষায় স'র উচ্চারণ শ'র মতো যেমন সকল, সব, সময়, ইত্যাদি কিন্তু স'র প্রকৃত উচ্চারণ প্রকাশ পায় সিলেট, সিস্টেম, সিলেবাস শব্দের প্রথম স-তে। স'র প্রকৃত উচ্চারণ আর ব্যবহৃত উচ্চারণে পার্থক্য লক্ষণীয়। হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় স'র প্রকৃত উচ্চারণ শোনা যায়।

হাদীছ'র বানান হাদীস হলে শেষের স শ'র মতো উচ্চারিত হতে পারে অথচ হরফটি ছ'র কাছাকাছি। হাদীস শব্দটি বিকৃত হয়ে হদিশ হয়েছে। ع 'র প্রতিবর্ণ '। তাই دعاء 'র বানান লেখা হয় দোয়া কিন্তু দ'র নিচে উকার দিলে সঠিক হবে কেননা দাল হরফের উপর পেশ আছে, যেমনঃ মুহাম্মদ, মোহাম্মদ নয়। سعودي 'র বানান সা'ঊদী/ Saudi তবে উচ্চারণ হবে স'ঊদী। সৌদি বানান লেখা হলে পাঁচ অক্ষরবিশিষ্ট سعودي শব্দের হক আদায় হয় না, বরং ভুল। ع 'র অক্ষর 'অ হলেও বাংলা ভাষায় প্রথম শব্দে অ দিয়ে শুরু হয় না তাই عالم 'র বানান 'আলেম না হয়ে 'আলেম লেখা হয়, علم 'ইলম না হয়ে 'ইলম এবং عمر 'উমর না হয়ে 'উমর ইত্যাদি। এ নিয়ম অনুসরণ করতে অনেকেই دعاء 'র দু'আর বানান লেখেন দোআ বা দুআ। বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের পর সরাসরি স্বরবর্ণ বসে না; শুধু তার সংক্ষিপ্ত রূপই ব্যবহৃত হয়। তবে বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণায়নে সে নিয়ম সব সময় পালন করা সম্ভবও না।

এ ধরনের কিছু বানান নিয়ে বিবেচনা করার সময় এসেছে। বানানের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিবর্তন বা বিবর্তন সব ভাষাতেই প্রযোজ্য। সাবেক Mecca, Calcutta, Dacca 'র বানান এখন Makkah, Kolkata, Dhaka। তাহলে সাবেক সৌদি বানান এখন সা'ঊদী দেখে অনেকেরই আঁতকে উঠার তো কারণ দেখি না।

ভাষা গতিশীল। মানুষের উন্নতি ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে ভাষার বিবর্তন ও পরিবর্তন আসে। পুরাতন পদ্ধতি থেকে অভিনব পর্যায়ে উন্নত হয়। বাংলা ভাষা অনেক পরিবর্তন ও সংস্কার হয়েছে। চর্যাপদের বাংলার সাথে আজকের বাংলা ভাষার মিল সামান্যই। সেক্সপীয়ার থেকে বেকন এবং ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজী থেকে বর্তমান ইংরেজীর অনেক ফারাক।

শতবর্ষ পূর্বে 'আলেমগণ 'আরাবী ভাষার যে বাংলা প্রতিবর্ণায়ন করেছিলেন তা অনেক গ্রহণযোগ্য আর অনেকই পরিবর্তনযোগ্য। সে কালের 'আলেম সম্প্রদায় থেকে এ কালের 'আলেমদের বাংলা ভাষায় তেমন চর্চা হয় নি, উন্নতিও হয় নি (ইন্না মা শা-আল্লাহ) কেননা বাংলা ভাষায় তাদের পড়াশুনার সুযোগ ছিল না। আর বাংলা ভাষায় ইসলামী বইও ছিল না; এখনও তেমন নেই। তবুও তাবলীগের জন্য সাহিত্যকে তারা ফেলেও রাখেন নি। বাংলা ভাষায় তাদের স্বল্প জ্ঞান নিয়েই তারা ইসলামের খেদমত করে চলেছেন। তারাই তো নাবীর ওয়ারিছ। আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। বর্তমান যুগে তাদেরই মেহনতের ফসলকে বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করে তোলা সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস; পরস্পরের প্রতি মূল্যায়ন।

'আরাবী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণায়নের ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক যে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল তা বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী। বাংলা ভাষায় পণ্ডিত ও 'আরাবী ভাষায় 'আলেমদের এ যৌথ উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান ...

ইতি/

গুণমুগ্ধ অনুবাদক

প্রতিবর্ণায়ন সম্পর্কে আরও বাড়তি কথা

'আরবী ভাষায় (ا) আলীফ হারফের বাংলা প্রতিবর্ণ: আ যেমন (الله) আল্লাহ। (ع) আইন হারফের প্রতিবর্ণ। য় যেমন, (دعاء) দোয়া। আমাদের পূর্ববর্তী আলেমগণ দাম্মা বা পেশ (ُ) কে ওকারের প্রতিবর্ণ করতঃ مُحَمَّد শব্দের বানান লেখতেন মোহাম্মদ বা মোহাম্মাদ (Mohammad)। এখন লেখা হচ্ছে মুহাম্মদ বা মুহাম্মাদ (Muhammad)। এভাবে লেখাই সঠিক। তাই দোয়ার বানান ওকার না হয়ে উকার হবে, যেমন: দু'আ। 'য়-এর আগে উল্টো (') ব্যবহার করে (ا) আলীফ হারফের সাথে পার্থক্য করা হয়েছে, যেমন, (الله) আল্লাহ, আর য়-এর আগে উল্টো কমা যোগে عبد الله 'আবদুল্লাহ, عبد الرحمن 'আবদুর রহমান, عمر - 'উমর, عبادة – 'ইবাদাহ, এবং عيد 'ঈদ। বাংলা ভাষায় (ع) হারফটি প্রতিবর্ণ য় অক্ষর দিয়ে কোন শব্দ শুরু হয় না তাই বাধ্য হয়ে আইন অক্ষর দিয়ে শুরু হওয়া শব্দকে 'আ 'ই, 'ঈ, 'উ, 'ঊ অক্ষর দিয়েই শুরু করতে হয়। আর এ ধরনের অক্ষরগুলোর প্রথমে উল্টা কমা যোগ করলে আইন অক্ষরের প্রতি ইশারা হোযায়। (ع) বিশিষ্ট 'আবদুল্লাহ শব্দের বানানের প্রথম অক্ষর 'আ- দিয়ে শুরু করতে হয়, আর তা দেখে যারা দু'আর বানান দোআ বা দুআ লেখছেন তারা ভেবে দেখেন না যে (ع) আইন হারফের প্রতিবর্ণায়ন অবস্থানভেদে 'আ 'ই, 'ঈ, 'উ, 'ঊ, 'য় হয়ে থাকে। যারা (ع) আইন হারফের প্রতিবর্ণায়নকে সর্বদা আ দিয়ে লেখেন তারা পাঠক-পাঠিকাদেরকে চর্যাপদ যুগের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। ব্যাপারটা নিয়ে তারা ফিকির করেছেন কী? স্মরণীয় যে ব্যঞ্জনবর্ণের পর সরাসরি কোন স্বরবর্ণ বসে না, আর বসলেও সংক্ষিপ্তরূপে তা ব্যঞ্জন বর্ণে যোগ হয়। তাই দুআ বা দোআ বানান কোন মতেই ব্যাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞানসম্মত নয়।

'আরবী ভাষায় (س) সিন ও (ص) সাদ হারফের বাংলা প্রতিবর্ণ: স যেমন (سلام) সালাম, (صلاة) সালাহ বা সালাত। সালাম'র পরিবর্তে ছালাম, সালাত'র পরিবর্তে ছালাত, (صابر) সাবের'র পরিবর্তে ছাবের লেখা সঠিক হবে না। (ص) সাদ হারফের বাংলা প্রতিবর্ণ: স'র উপর বিশেষ 'আলামত উল্টো কমা (') যোগ করলে পার্থক্য করা সহজ হয়। এভাবে (حديث) 'র বানান হাদীস লেখা হলে ছ কে স'র সাথে মিলিয়ে দেয়া হলো। তাই (ث) হারফকে বাংলায় ছ দিয়ে লেখাই বেশি শুদ্ধ হয়।

'আরবী হারফ (ح) হ, (ق) ক, (غ) গ, (ظ) য অক্ষরের উপর বিশেষ 'আলামত উল্টো কমা (') যোগ করা হলে উক্ত অক্ষরগুলোর উচ্চারণ করতে সুবিধা হবে। বর্তমান কম্পিউটারের যুগে তা করা সম্ভব।

উল্লেখ্য যে (سعودي) শব্দের বানান লেখা হয় সৌদি; তাহলে পাঁচ হারফ বিশিষ্ট শব্দকে সংক্ষেপ করা হয় উপরন্তু (ع) হারফ বা বর্ণ একেবারেই হারায় বা উহ্য হয়ে যায়। অনেকে সউদী লেখেন যা সৌদি বানান থেকে সঠিক। তবে স'ঊদী বা সা'য়ূদী বানান বেশি শুদ্ধ কারণ নিম্নরূপ:

س = স, আর সিনের উপর ফাতহাঃ বা যবর থাকায় হবে: সা।

ع = য়, আর আইনের উপর দাম্মাঃ বা পেশ থাকায় হবে: 'য়ু + ওয়াও = 'য়ূ।

د = দ, আর দালের নিচে কাসরাঃ বা যের থাকায়: দি + ইয়া = দী।

তাই (سعودي) শব্দের বানান লেখা উচিত: সা'য়ূদী তবে উচ্চারণ হবে সা'য়ূদী।

এ ধরনের ভাষা বিজ্ঞানসম্মত বানান দেখে যারা চমকে উঠেছেন বা যেভাবে হয়েছেন তাদের অবগতির জন্য এ ধরনের চাক্ষুস প্রমাণ দেখাতে হলো। আশা করি ব্যাপারটা নিয়ে তারা ফিকির করবেন।

ইতি/ বিনীত অনুবাদক

আরাবী হারফের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন

ا	অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ
ب	ব
ت	ত
ث	ছ
ج	জ
ح	হ
خ	খ
د	দ
ذ	য
ر	র
ز	য
س	স
ش	শ
ص	স
ض	দ
ط	ত
ظ	জ
ع	আ, য়, উ, ঊ, ই, ঈ,
غ	গ
ف	ফ
ق	ক
ك	ক
ل	ল
م	ম
ن	ন
و	ও, এ, উ
ء	ই
ة	ঃ (বিসর্গ)
ى	(ই) য়

উপরোক্ত প্রতিবর্ণায়ন অনুযায়ী বানান লেখা হয়েছে। ع ও ة হারফের প্রতিবর্ণায়ন ও ব্যবহার লক্ষণীয়

সূচীপত্র

সূরাঃ আন-নাবা	১৯
সূরাঃ আন-নাযি'য়াত	২৫
সূরাঃ 'আবাসা	২৭
সূরাঃ আত-তাকবীর	৩০
সূরাঃ আল-ইনফিতার	৩৩
সূরাঃ আল-মুতাফ্ফিফীন	৩৫
সূরাঃ আল-ইনশিক্বাক্ব	৩৮
সূরাঃ আল-বুরূজ	৪০
সূরাঃ আত-তারেক্ব	৪২
সূরাঃ আল-'আলা	৪৩
সূরাঃ আল-গাশীয়াহ	৪৫
সূরাঃ আল-ফাজর	৪৭
সূরাঃ আল-বালাদ	৪৯
সূরাঃ আশ-শামস	৫১
সূরাঃ আল-লাইল	৫৩
সূরাঃ আদ-দুহা	৫৫
সূরাঃ আল-ইনশিরাহ	৫৬
সূরাঃ আত-তীন	৫৭
সূরাঃ আল-'আলাক্ব	৫৮
সূরাঃ আল-ক্বদর	৬০
সূরাঃ আল-বাইয়্যিনাহ	৬১
সূরাঃ আয-যিলযাল	৬২
সূরাঃ আল-'আদীয়াত	৬৩
সূরাঃ আল-ক্বারেয়াহ	৬৪
সূরাঃ আত-তাকাছুর	৬৬
সূরাঃ আল-'আসর	৬৭
সূরাঃ আল-হুমাযাহ	৬৭
সূরাঃ আল-ফীল	৬৮
সূরাঃ আল-কুরাইশ	৬৯
সূরাঃ আল-মা'ঊন	৬৯
সূরাঃ আল-কাওছার	৭০
সূরাঃ আল-কাফেরূন	৭১
সূরাঃ আন-নাসর	৭২
সূরাঃ আল-লাহাব	৭২
সূরাঃ আল-ইখলাস	৭৩
সূরাঃ আল-ফালাক্ব	৭৩
সূরাঃ আন-নাস	৭৪
সূরাঃ আল-ফাতেহাহ	৭৫

সূরাঃ আন-নাবা ৭৮, পারা ৩০	سورة النبأ– مكية ،٧٨ الجزء ٣٠
অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)	بسم الله الرحمن الرحيم
১. কী বিষয়ে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসা করছে![1]	عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۝١
২. সেই মহাসংবাদ সম্পর্কে?	عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۝٢
৩. যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মত-বিরোধী?	ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝٣
৪. কখনই না, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।	كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝٤
৫. তারপরেও, কখনই না, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।	ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝٥
৬. আমি কি ভূমিকে (বিস্তৃত) করিনি বিছানা-(সদৃশ)?	أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًا ۝٦
৭. আর পর্বতসমূহকে (ভূমির উপর) করিনি পেরেক-(সদৃশ)?	وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝٧
৮. এবং আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।	وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًا ۝٨
৯. এবং তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম (উপযোগী)।	وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩
১০. আর রাতকে করেছি আবরণ-(স্বরূপ)।	وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠
১১. এবং দিনকে করেছি জীবিকা (অন্বেষণকাল),	وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١
১২. আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সপ্তাকাশ।	وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢

---

১. কুরআন ও কিয়ামতের পুনরুত্থান সম্পর্কে মাক্কার কাফিররা যে অবিশ্বাস ও সংশয় পোষণ করত এ আয়াত তারই প্রতি ইঙ্গিত।

সূরাঃ আন-নাবা ৭৮, পারা ৩০	سورة النبأ – مكية ٧٨، الجزء ٣٠
১৩. এবং সৃষ্টি করেছি সমুজ্জ্বল প্রদীপ।	وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾
১৪. আর মেঘমালা থেকে বর্ষণ করি প্রচুর বৃষ্টি-	وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾
১৫. তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্যদানা ও উদ্ভিদ,	لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾
১৬. ও (ঘন পল্লবিত) সন্নিবিষ্ট উদ্যান।	وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾
১৭. নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত আছে।	إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾
১৮. সেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে- তখন তোমরা সমবেত হবে দলে দলে।	يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾
১৯. আকাশকে উন্মুক্ত করা হবে ফলে তা হবে বহু দ্বার-বিশিষ্ট।	وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾
২০. পর্বতসমূহকে (বিক্ষিপ্তভাবে) চালিত করা হবে ফলে তা হবে মরীচিকা-(সদৃশ)।	وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾
২১. নিশ্চয় জাহান্নাম রয়েছে ওঁত-পেতে।	إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾
২২. সীমালঙ্ঘনকারীদের (জন্য) ঠিকানা।	لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾
২৩. সেখানে তারা (পড়ে) থাকবে অন্তহীনকাল।	لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾
২৪. তারা সেখানে আস্বাদন করবে না কোন শীতলতা, না কোন পানীয়-	لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾
২৫. অতি উষ্ণ পানি ও পুঁজ ব্যতীত।	إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾
২৬. এটাই (তাদের) উপযুক্ত প্রতিফল।	جَزَاءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾
২৭. তারা (কখনও) পরকালের হিসাবের আশংকা করত না।	إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

সূরাঃ আন-নাবা ৭৮, পারা ৩০

২৮. এবং আমার আয়াতসমূহের (নিদর্শনাবলী) প্রতি তারা তীব্র মিথ্যারোপ করত।

২৯. আর সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করে রেখেছি লিখিতভাবে।

৩০. সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো; আর আমি তোমাদের শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবো না।

৩১. নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের (আল্লাহভীরুদের) জন্যই রয়েছে সাফল্য-

৩২. বহু উদ্যান ও (নানাবিধ) আঙ্গুর,

৩৩. এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা, সমবয়স্কা তরুণী,

৩৪. ও পরিপূর্ণ পানপাত্র।

৩৫. সেখানে তারা শুনবে না অবান্তর কথা, আর না মিথ্যা কথা।

৩৬. তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (দেয়া হবে) প্রতিদানে আর হিসাবাধিক অনুদান।

৩৭. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর তিনি প্রতিপালক পরম করুণাময়, (তবুও সেদিন) তাঁর সাথে কথা বলাতে তারা সামর্থ হবে না।

سورة النبأ – مكية ٧٨، الجزء ٣٠

وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا كِذَّابًا (٢٨)

وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ كِتَـٰبًا (٢٩)

فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٣٠)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (٣١)

حَدَآئِقَ وَأَعْنَـٰبًا (٣٢)

وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (٣٣)

وَكَأْسًا دِهَاقًا (٣٤)

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا (٣٥)

جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا (٣٦)

رَّبِّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
ٱلرَّحْمَـٰنِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (٣٧)

يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৮. সেদিন রূহ্ (জিবরীল) ও মালায়িকা (ফিরিশতাগণ) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; তারা কথাই বলতে পারবে না, সে ব্যতীত যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দান করবেন, তখন সে সঠিক কথাই বলবে।[১]

ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا ﴿٣٩﴾

৩৯. ঐ দিন সত্য (সুনিশ্চিত); অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করুক।

إِنَّآ أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًۢا ﴿٤٠﴾

৪০. নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি। সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে; এবং কাফির বলবেঃ হায় আফসোস! যদি আমি মাটি হতাম!

---

১. এ আয়াতে প্রমাণিত যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নবী, বুযুর্গ, পীর বা অন্য কোন ব্যক্তিই কারুর কোন উপকার করতে পারবে না বরং সকলেই সেদিন ইয়া নাফসী অর্থাৎ 'আমার কী হবে' বলে চিৎকার করতে থাকবে। আল্লাহ কাকে অনুমতি দেবেন, তিনিই সেটা ভাল জানেন। যারা প্রচার করে যে কিয়ামতের দিন অমুক ব্যক্তি অমুককে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে তারা মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড। একমাত্র আল্লাহই সব ব্যাপারে সমস্ত ক্ষমতার একক অধিকারী।

সূরাঃ আন-নাযি'য়াত ৭৯, পারা ৩০

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসমঃ সেসব ফেরেশতাদের যারা নির্মম ভাবে (কাফিরদের প্রাণ) ছিনিয়ে নেয়,

২. কসমঃ তাদের যারা মৃদুভাবে (মু'মিনদের প্রাণ) উঠিয়ে নেয়,

৩. কসমঃ তাদের যারা তীব্র গতিতে সাঁতার দিয়ে (আকাশ থেকে পৃথিবীতে) পাড়ি দেয়,

৪. কসমঃ তাদের যারা (পৃথিবী থেকে আকাশে আরোহনে) অগ্রগামী হয়,

৫. কসমঃ তাদের যারা আরোপিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করে- (সেসব ফিরিশতাদের)!

৬. সেদিন প্রকম্পিত করবে প্রলয়কারী শিঙ্গাধ্বনি,

৭. যাকে অনুসরণ করবে পুনরুত্থান-ধ্বনি।

৮. কত হৃদয় সেদিন হবে ভীত-সন্ত্রস্ত!

৯. তাদের দৃষ্টি হবে অবনত।

১০. তারা বলবেঃ আমরা কি তবে পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত (হচ্ছে যাচ্ছি);

১১. গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?

১২. তারা বলবেঃ (তা যদি হয়) তবে তো তা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন!

১৩. এ তো কেবল এক মহাগর্জন।

১৪. তখন তারা (জীবন্ত হয়ে) ময়দানে হবে আবির্ভূত।

سورة النازعات – مكية ٧٩، الجزء ٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا

وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا

وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبۡحٗا

فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبۡقٗا

فَٱلۡمُدَبِّرَٰتِ أَمۡرٗا

يَوۡمَ تَرۡجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

تَتۡبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ

قُلُوبٞ يَوۡمَئِذٖ وَاجِفَةٌ

أَبۡصَٰرُهَا خَٰشِعَةٞ

يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرۡدُودُونَ فِي ٱلۡحَافِرَةِ

أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمٗا نَّخِرَةٗ

قَالُواْ تِلۡكَ إِذٗا كَرَّةٌ خَاسِرَةٞ

فَإِنَّمَا هِيَ زَجۡرَةٞ وَٰحِدَةٞ

فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ

সূরাঃ আন-নাযি'আত ৭৯, পারা ৩০	سورة النازعات – مكية ٧٩، الجزء ٣٠
১৫. তোমার কাছে কি মূসার কাহিনী পৌঁছেছে?	هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ١٥
১৬. যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র 'তুয়া' উপত্যকায় আহ্বান করে (বলেছিলেন):	إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ١٦
১৭. যাও ফির'য়াওনের কাছে কেননা সে সীমালংঘন করেছে -	ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ١٧
১৮. আর তাকে বলো: তোমার কি আত্মশুদ্ধির কোন আগ্রহ আছে?	فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ١٨
১৯. আর তোমাকে কি তোমার প্রতিপালকের পথ[১] দেখাব যাতে (তাঁকে) ভয় করবে?	وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ١٩
২০. তারপর তিনি তাকে দেখালেন মহানিদর্শন:	فَأَرَىٰهُ ٱلْـَٔايَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ٢٠
২১. কিন্তু সে মিথ্যারোপ করলো এবং অবাধ্য হলো।	فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ٢١
২২. তারপর সে (সত্য থেকে) পিছু হটে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো।	ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ٢٢
২৩. সকলকে সমবেত করল আর উচ্চস্বরে ঘোষণা করল,	فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ٢٣
২৪. এবং বলল: আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।	فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ٢٤

---

১. এখানে আক্ষরিক অর্থ: তোমার প্রতিপালকের দিকে চালিত করব কি — তাফসীরকারীগণ এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন — সে আলোচনাই এ তরজমায় করা হল।

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ ﴿٢٥﴾

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ ﴿٢٦﴾

ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا ﴿٢٧﴾

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا ﴿٢٨﴾

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا ﴿٢٩﴾

وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ ﴿٣٠﴾

أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا ﴿٣١﴾

وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا ﴿٣٢﴾

مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٣﴾

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾

وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾

২৫. তারপর তার আগের ও পরের উক্তির জন্য আল্লাহ তার উপর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রয়োগ করলেন।[১]

২৬. নিশ্চয়ই এর মধ্যে তার জন্য রয়েছে শিক্ষা যে (আল্লাহকে) ভয় করে।

২৭. তোমাদেরকে সৃষ্টি (করা) কঠিনতর না আকাশ; যা তিনি নির্মাণ করেছেন।

২৮. তিনি এর স্তর (উচ্চতা) বহু ঊর্ধ্বে উত্তোলন করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।

২৯. এবং এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন ও (দিনে) প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক।

৩০. তারপর তিনি পৃথিবীকে করেছেন বিস্তৃত;

৩১. তা থেকে নির্গত করেছেন তার পানি (প্রস্রবণ) ও চারণভূমি।

৩২. আর পর্বতমালাকে তিনি করেছেন দৃঢ়ভাবে প্রথিত।

৩৩. (এ সমস্তই) তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুদের উপভোগের সামগ্রী।

৩৪. আর যখন সমাগত হবে মহাপ্রলয়;

৩৫. সেদিন মানুষ স্মরণ করবে যা সে করে এসেছে।

৩৬. এবং জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে দর্শকের জন্য।

---

১. ফির'আউনের শেষ শাব্দিক উক্তি: আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক (এ সূরারই ২৪- আয়াত)। ৪০ বছর আগের তার অন্য উক্তি: আমি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে তো জানি না (সূরাঃ আল-কাসাস: ৩৮)।
এ কারণেই আল্লাহ তাকে পানিতে ডুবিয়ে ইহকালে নজীরবিহীন শাস্তি দিলেন এবং পরকালেও তার জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি। আল-আখেরাতি ওয়াল উলা 'র তাফসীরে কেউ বলেন: ইহকাল ও পরকাল। কেউ বলেন: তার শেষ উক্তি এবং আগের উক্তি। তাফসীর বুখারীতেই আছে।

৩৭. সুতরাং যে সীমালংঘন করেছে,

৩৮. ও পার্থিব জীবনকে দিয়েছে অগ্রাধিকার;

৩৯. জাহীমই[১] হবে তার ঠিকানা।

৪০. পক্ষান্তরে, যে তার প্রতিপালকের সম্মুখে হাজির হওয়ার ভয় করেছে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে নিবৃত্ত রেখেছে-

৪১. জান্নাতই হবে তার আবাস।

৪২. মহাকাল (আস-সা'য়াঃ[২]) সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কখন তা সংঘটিত হবে।

৪৩. এ ব্যাপারে তোমার কী বলার আছে?[৩]

৪৪. তোমার প্রতিপালকের কাছেই আছে এ বিষয়ের চূড়ান্ত জ্ঞান।

৪৫. তুমি তো কেবল তারই সতর্ককারী যে এর ভয় করে।

৪৬. যেদিন তারা এটা দেখবে (তখন) তাদের মনে হবে পৃথিবীতে যেন তারা মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক সকালের অধিক (সময়) কাটায় নি।

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ

وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا

فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى
ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ
مُرْسَىٰهَا

فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ

إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ
ضُحَىٰهَا

---

১. জাহীম - জাহান্নামের অন্য একটি নাম।
২. আস-সা'য়াঃ - কিয়ামতের অন্য একটি নাম।
৩. কিয়ামত কখন হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না কেননা এটা গায়েবী ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন না; তবে তিনি কিয়ামতের কিছু আলামত বর্ণনা করেছেন।

সূরাঃ 'আবাসা ৮০, পারা ৩০ — سورة عبس - مكية ٨٠، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)	بسم الله الرحمن الرحيم
১. সে (মুহাম্মদ) ভ্রুকুটি করে মুখ ফিরাল ।[1]	عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ١
২. কেননা তার কাছে এলো অন্ধ লোকটি ।	أَن جَآءَهُ ٱلۡأَعۡمَىٰ ٢
৩. কী করে তুমি জানবে, হয়তো সে পরিশুদ্ধ হতো!	وَمَا يُدۡرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ٣
৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে তা তার উপকারে আসতো ।	أَوۡ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكۡرَىٰٓ ٤
৫. পক্ষান্তরে যে (হিদায়েতের) পরোয়া করে না,	أَمَّا مَنِ ٱسۡتَغۡنَىٰ ٥
৬. তার প্রতি তুমি মনোযোগ দিলে,	فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ٦
৭. অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার তো কোন দোষ নেই ।	وَمَا عَلَيۡكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ٧
৮. আর যে তোমার কাছে ছুটে এলো:	وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ ٨
৯. (অথচ) সে (আল্লাহকে) ভয় করে:	وَهُوَ يَخۡشَىٰ ٩
১০. আর তুমি তার থেকে মুখ ফিরালে ।	فَأَنتَ عَنۡهُ تَلَهَّىٰ ١٠
১১. কখনও না, নিশ্চয়ই তা উপদেশ:	كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ ١١
১২. অতএব, যার ইচ্ছা সে এটা স্মরণ রাখুক ।	فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ١٢

---

১. একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরাইশ সর্দারদের সাথে আলোচনায় রত ছিলেন। সে সময়ে অন্ধ সাহাবী 'আবদুল্লাহ বিন উম্মি মাকতূম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দীন সম্পর্কে শিক্ষাদানের অনুরোধ করলে আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটে; এজন্য তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। তাই এ সূরাহ নাযিল হয়। এ ঘটনার পর থেকেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখনই 'আবদুল্লাহ বিন উম্মি মাকতূম (রাঃ) কে দেখতেন তখনই তাকে শুভেচ্ছা বা খোশ-আমদেদ জানাতেন এবং বলতেন যে তার ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে সতর্ক করেছেন।

সূরাঃ আবাসা ৮০, পারা ৩০	سورة عبس – مكية ٨٠، الجزء ٣٠
১৩. (এটা লিপিবদ্ধ) আছে সম্মানিত গ্রন্থসমূহে;	فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾
১৪. যা উচ্চ-মর্যাদাপূর্ণ, মহাপবিত্র,	مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾
১৫. এমন লিপিকারদের হাতের দ্বারা লিপিবদ্ধ-	بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾
১৬. যারা সম্মানিত ও পুণ্যবান (ফিরিশতা)।	كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. ধ্বংস হোক মানুষ, (আল্লাহ সম্পর্কে) কিসে তাকে অবিশ্বাস করাল!	قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾
১৮. কোন্ বস্তু হতে তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন?	مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾
১৯. শুক্রবিন্দু হতে তিনি সৃষ্টি করেছেন, তারপর (পর্যায়ক্রমে) তাকে পূর্ণতা দান করেছেন।	مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ﴿١٩﴾
২০. তারপর তার পথ সহজ করে দিয়েছেন।	ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾
২১. তারপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করান।	ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾
২২. তারপর যখন ইচ্ছা তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।	ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿٢٢﴾
২৩. কখনও না, তিনি যা তাকে আদেশ করেছেন তা সে এখনও পালন করে নি।	كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٣﴾
২৪. তাহলে মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।	فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾
২৫. আমিই তো প্রবলভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করি,	أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾
২৬. তারপর ভূমিকে উৎকৃষ্ট রূপে বিদীর্ণ করি-	ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾

সূরাঃ 'আবাসা ৮০, পারা ৩০	سورة عبس - مكية ٨٠، الجزء ٣٠
২৭. তারপর তাতে উৎপন্ন করি শস্য,	فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبّٗا ٢٧
২৮. আঙ্গুর, শাক-সবজী,	وَعِنَبٗا وَقَضۡبٗا ٢٨
২৯. যায়তুন, খেজুর,	وَزَيۡتُونٗا وَنَخۡلٗا ٢٩
৩০. ঘন বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান,	وَحَدَآئِقَ غُلۡبٗا ٣٠
৩১. ফলমূল এবং গবাদীর খাদ্য;	وَفَٰكِهَةٗ وَأَبّٗا ٣١
৩২. তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুদের উপভোগের জন্য ।	مَّتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ ٣٢
৩৩. যখন আসবে কিয়ামত;	فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ٣٣
৩৪. সেদিন মানুষ ছুটে পালিয়ে যাবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে,	يَوۡمَ يَفِرُّ ٱلۡمَرۡءُ مِنۡ أَخِيهِ ٣٤
৩৫. তার মাতা-পিতা থেকে,	وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ٣٥
৩৬. তার স্ত্রী-পুত্র থেকে,	وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ٣٦
৩৭. সেদিন প্রত্যেক মানুষ নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত থাকবে,	لِكُلِّ ٱمۡرِيٕٖ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٖ شَأۡنٞ يُغۡنِيهِ ٣٧
৩৮. সেদিন অনেক মুখমন্ডল হবে উজ্জ্বল,	وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ ٣٨
৩৯. সহাস্য, প্রফুল্ল ।	ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ ٣٩
৪০. পক্ষান্তরে, অনেক মুখমন্ডল হবে ধূলিধূসরিত;	وَوُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٞ ٤٠
৪১. সেগুলিকে আচ্ছন্ন করে রাখবে কালিমা ।	تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ ٤١
৪২. তারাই দুরাচার কাফির ।	أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ ٤٢

সূরাঃ আত-তাকবীর ৮১, পারা ৩০	سورة التكوير - مكية ٨١، الجزء ٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١
১. যখন সূর্যকে নিষ্প্রভ করা হবে,

وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۝٢
২. যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে,

وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣
৩. যখন পর্বতসমূহকে চালিত করা হবে,

وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤
৪. যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী পরিত্যক্ত হবে,

وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥
৫. যখন বন্য পশুকে একত্রিত করা হবে,

وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦
৬. যখন সমুদ্রকে স্ফীত করে তোলা হবে,

وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧
৭. যখন সব আত্মাকে পুনঃসংযোজিত করা হবে,

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ۝٨
৮. যখন জীবন্ত-সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে:

بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩
৯. কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?

وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠
১০. যখন 'আমলনামাকে প্রকাশিত করা হবে,

وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١
১১. যখন আকাশের আবরণকে অপসারিত করা হবে,

وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢
১২. যখন জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে,

وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝١٣
১৩. যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে,

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ۝١٤
১৪. তখন প্রত্যেকেই জানবে সে কী নিয়ে হাজির হয়েছে।

সূরাঃ আত-তাকবীর ৮১, পারা ৩০	سورة التكوير - مكية ٨١، الجزء ٣٠
১৫. কসমঃ দৃশ্যমান ও লুক্কায়িত নক্ষত্ররাজির-	فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ ١٥
১৬. যা চলমান হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়!	ٱلۡجَوَارِ ٱلۡكُنَّسِ ١٦
১৭. কসমঃ রাত্রির, যখন তা অবসান হয়ঃ	وَٱلَّيۡلِ إِذَا عَسۡعَسَ ١٧
১৮. আর ঊষার, যখন তা আবির্ভূত হয়।	وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١٨
১৯. নিশ্চয়ই তা (কুরআন) সম্মানিত বার্তাবাহক (জিবরীলের পঠিত) বাণী।[১]	إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ١٩
২০. তিনি মহাশক্তিধর 'আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাবান।	ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٖ ٢٠
২১. সেখানে (সকলের কাছে) তিনি মান্যবর ও বিশ্বাসভাজন।	مُّطَاعٖ ثَمَّ أَمِينٖ ٢١
২২. আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নয়।	وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجۡنُونٖ ٢٢
২৩. সত্যিই, তিনি তাঁকে (জিবরীল) দেখেছেন সুস্পষ্ট দিগন্তে।[২]	وَلَقَدۡ رَءَاهُ بِٱلۡأُفُقِ ٱلۡمُبِينِ ٢٣
২৪. আর অদৃশ্য (ওহী) প্রচারে তিনি কৃপণ নন।	وَمَا هُوَ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ بِضَنِينٖ ٢٤
২৫. এবং এটা অভিশপ্ত শয়তানের কথা নয়।	وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَيۡطَٰنٖ رَّجِيمٖ ٢٥

---

১. জিবরীল (আঃ) এর দায়িত্ব হলো আল্লাহর আদেশ মুতাবেক দুনিয়াতে রাসূলদের কাছে ওহী পৌঁছান। তাই এখানে তাকে রাসূলিন কারীমিন বলা হয়েছে।

২. এ পৃথিবীতে কেউই আল্লাহকে দেখতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও আল্লাহকে দেখতে পান নি। তবে তিনি জিবরীলকে তাঁর আসল আকৃতিতেই দেখেছিলেন।

সূরাঃ আত-তাকভীর ৮১, পারা ৩০	سورة التكوير - مكية ٨١، الجزء ٣٠
২৬. তাহলে তোমরা কোথায় চলেছো?	فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. এটা তো কেবল বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ।	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾
২৮. তোমাদের মধ্যে তার জন্য যে সরল পথে চলতে চায়।	لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾
২৯. নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনই ইচ্ছা করতে পার না।[1]	وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

---

১. আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে মানুষের কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না।

সূরাঃ আল-ইনফিতার ৮২, পারা ৩০

سورة الإنفطار- مكية ٨٢، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
(শুরু করছি)

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

২. আর যখন নক্ষত্রপুঞ্জ বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে,

৩. আর যখন সমুদ্রগুলিকে উত্তাল করে তোলা হবে,

৪. আর যখন কবরসমূহ উন্মোচন করা হবে,

৫. তখন প্রত্যেকেই জানবে সে অগ্রিম কী পাঠিয়েছে এবং পশ্চাতে কী ছেড়ে এসেছে।

৬. হে মানুষ! তোমার মহামহিম প্রতিপালকের ব্যাপারে কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করল?

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তারপর তোমাকে সুগঠিত এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন,

৮. যে আকৃতিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন, সে ভাবেই তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।

৯. না কখনও নয়, বরং তোমরা শেষবিচারের প্রতি মিথ্যারোপ করো।

১০. অবশ্যই তোমাদের জন্য (নিযুক্ত) আছে সংরক্ষকগণ।

১১. সম্মানিত (আমল) লিপিবদ্ধকারীগণ।

১২. তারা জানে তোমরা যা করো।

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتۡ ١

وَإِذَا ٱلۡكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتۡ ٢

وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ ٣

وَإِذَا ٱلۡقُبُورُ بُعۡثِرَتۡ ٤

عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ وَأَخَّرَتۡ ٥

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ
ٱلۡكَرِيمِ ٦

ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ٧

فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٨

كَلَّا بَلۡ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ٩

وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ ١٠

كِرَامٗا كَٰتِبِينَ ١١

يَعۡلَمُونَ مَا تَفۡعَلُونَ ١٢

১৩. পুণ্যবানগণ তো থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে

১৪. এবং পাপাচারীগণ তো থাকবে জাহান্নামে।

১৫. তারা প্রবেশ করবে সেখানে বিচার দিবসে।

১৬. এবং তারা সেখান থেকে হবে না কখনও অন্তর্হিত।

১৭. কিসে তোমাকে জানাল বিচার দিবস কী?

১৮. আবারও বলি, কিসে তোমাকে জানাল বিচার দিবস কী?

১৯. সেদিন কেউই কারোর জন্য কিছু করার সামর্থ্য রাখবে না এবং সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহরই।[১]

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾

وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾

يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿١٥﴾

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِينَ ﴿١٦﴾

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٧﴾

ثُمَّ مَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿١٨﴾

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ

وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

---

১. কিয়ামতের দিন কেউ কারোরই কোন কাজে আসবে না, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই কারো জন্য কোন সুপারিশও করতে পারবে না। আল্লাহর অনুমতি লাভ করার পর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুপারিশ করতে পারবেন। সেদিন সর্বময় কর্তৃত্ব ও আদেশের একমাত্র অধিকারী আল্লাহই।

সূরাঃ আল-মুতাফ্ফিফীন ৮৩, পারা ৩০	سورة المطففين- مكية ٨٣، الجزء ٣٠
অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)	بسم الله الرحمن الرحيم
১. ধ্বংস হোক মাপে কমদাতাগণ;	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١
২. যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেবার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে;	ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢
৩. এবং যখন অপরের জন্য মাপে বা ওজন করে, তখন কম দেয়।	وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣
৪. ওরা কি মনে করে না যে তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে –	أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ٤
৫. সে এক মহাদিবসে।	لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ٥
৬. যে দিন মানুষ নিখিল বিশ্বের প্রতিপালকের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে।	يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٦
৭. কখনও না, অবশ্যই পাপাচারীদের 'আমলনামা সিজ্জীনে আছে।	كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ٧
৮. কিসে তোমাকে জানাল সিজ্জীন কী?	وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ٨
৯. তা লিপিবদ্ধ 'আমলনামা (কর্মবিবরণী)।	كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ٩
১০. সেদিন মিথ্যাচারীদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ;	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١٠
১১. যারা কর্মফল-দিবসের প্রতি মিথ্যারোপ করে।	ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١١
১২. সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ ব্যতীত কেউ তাতে মিথ্যারোপ করে না।	وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٢
১৩. যখন তার কাছে আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন সে বলে- এগুলো তো পূর্ববর্তীদের উপকথা।	إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣

সূরাঃ আল-মুতাফফিফীন ৮৩, পারা ৩০

سورة المطففين- مكية ٨٢، الجزء ٣٠

১৪. কখনও না, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জং ধরিয়ে দিয়েছে।

১৫. কখনও নয়; অবশ্য সেদিন তাদের প্রতিপালক থেকে (অর্থাৎ দর্শনলাভ) তারা পর্দাবৃত থাকবে।[১]

১৬. তারপর তো তারা প্রবেশ করবে জাহীমে (জাহান্নামে)।

১৭. তারপর বলা হবে: এটাই তা যার প্রতি তোমরা মিথ্যারোপ করতে।

১৮. নিশ্চয়ই, পুণ্যবানদের 'আমলনামা আছে 'ইল্লীয়্যীনে।

১৯. কিসে তোমাকে জানাল 'ইল্লীয়্যূন কী?

২০. তা হচ্ছে লিপিবদ্ধ 'আমলনামা (কর্মবিবরণী)।

২১. আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণ (ফেরেশতা) তা প্রত্যক্ষ করবে।

২২. নিশ্চয় পুণ্যবানগণ তো থাকবে স্বাচ্ছন্দ্যে;

২৩. সুসজ্জিত আসনে সমাসীন হয়ে তারা অবলোকন করতে থাকবে।

২৪. তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে।

২৫. মোহর আঁটা বিশুদ্ধ পানীয় হতে তাদেরকে পান করান হবে;

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾

ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم
بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾

يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾

---

১. তাদেরকে আল্লাহর দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। আল্লাহকে চাক্ষুষ দর্শনই হবে জান্নাতবাসীদের জন্য সর্বাপেক্ষা সুখকর।

২৬. যার শেষে (মোহরে) থাকবে মৃগনাভীর গন্ধ আর তা পাওয়ার জন্যই প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।

২৭. আর ওতে মিশ্রিত থাকবে তাসনীমের পানি;

২৮. যা এক প্রস্রবণ, তা থেকে পান করবে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তগণ।

২৯. যারা দুস্কৃতকারী তারা তো মু'মিনদের উপহাস করতো।

৩০. এবং যখন তাদের নিকট দিয়ে যেত তখন তারা বক্রদৃষ্টিতে ইশারা করত।

৩১. এবং যখন আপনজনদের কাছে ফিরে আসত তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরতো।

৩২. আর যখন মু'মিনদেরকে দেখত তখন বলত: এরাইতো পথভ্রষ্ট।

৩৩. তাদেরকে তো আর মু'মিনদের জিম্মাদার করে পাঠান হয় নি!

৩৪. তাই আজ (বিচার দিনে) মু'মিনগণ কাফিরদেরকে উপহাস করবে –

৩৫. সুসজ্জিত আসনে সমাসীন হয়ে অবলোকন করতে থাকবে।

৩৬. কাফিরগণ যা করেছিল তার প্রতিফল দেয়া হলো কী?

خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾
وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾
إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾
وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾
وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا۟
فَكِهِينَ ﴿٣١﴾
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ
لَضَآلُّونَ ﴿٣٢﴾
وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ حَٰفِظِينَ ﴿٣٣﴾
فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنَ ٱلْكُفَّارِ
يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾
عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾
هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

সূরাঃ আল-ইনশিকাক ৮৪, পারা ৩০

سورة الإنشقاق- مكية ٨٤، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

২. এবং সে তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে আর তাকে এটা করতেই হবে।

৩. আর যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে

৪. আর এর অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং খালি হয়ে যাবে।

৫. এবং সে তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে আর তাকে এটা করতেই হবে।

৬. হে মানুষ! তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে তুমি যে কঠোর মেহনত করে থাকো তা অবশ্যই পেয়ে যাবে।[১]

৭. তাই (সেদিন) যার আমলনামা দেয়া হবে তার ডান হাতে,

৮. তার হিসাব নেয়া হবে সহজভাবে।

৯. সে তার আপনজনদের কাছে ফিরে যাবে প্রফুল্লচিত্তে।

১০. পক্ষান্তরে, যার 'আমলনামা দেয়া হবে তার পিঠের পিছন দিক থেকে,

১১. সে আহবান করতে থাকবে মৃত্যুকে।

১২. এবং সে প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴿١﴾

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾

وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ
كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ ﴿٦﴾

فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ﴿٧﴾

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾

وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿٩﴾

وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ﴿١٠﴾

فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ﴿١١﴾

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾

---

১. এ আয়াতের তাফসীর বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরে ملاقيه 'র ه সর্বনামকে আল্লাহর দিকে নিসবত করা হয়েছে। অন্যরা ভাল মন্দের 'আমলের প্রতিফলের দিকে নিসবত করেছেন যা আল্লাহর কাছে পেয়ে যাবে। পরের আয়াত সে দিকেই ইশারা করে।

সূরাঃ আল-ইনশিকাক ৮৪, পারা ৩০

سورة الإنشقاق- مكية ٨٤، الجزء ٣٠

১৩. সে তো তার আপনজনদের মধ্যে মগ্ন ছিল আনন্দে।

১৪. সে ভাবত কখনও (আল্লাহর কাছে) ফিরে আসবে না।

১৫. তাকে ফিরে আসতেই হবে; নিশ্চয়ই তার প্রতিপালক তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

১৬. কসম: অস্তরাগের।

১৭. এবং রাত্রির আর তাতে যার সমাবেশ ঘটে।

১৮. এবং চন্দ্রের যখন তা পূর্ণ হয়।

১৯. অবশ্যই তোমরা অতিক্রম করবে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে।

২০. সুতরাং তাদের কি হলো যে তারা ঈমান আনে না?

২১. আর যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হয় তখন তারা সাজদাহ করে না।

২২. বরং কাফিরগণই (এর প্রতি) মিথ্যারোপ করে।

২৩. তারা অন্তরে যা পোষণ করে তা সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

২৪. সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও;[1]

২৫. কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য (নির্ধারিত) আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾

إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾

بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ﴿١٥﴾

فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿١٦﴾

وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿١٨﴾

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ

لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾

فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

---

[1] بشر শব্দের অর্থ সুসংবাদ দান করা। জান্নাতের সফলতা ও জাহান্নামের শাস্তি ব্যাপারে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় যেমন বলা হয়: এসো তোমাকে মজা দেখাচ্ছি, এখানে মজা'র অর্থ শাস্তি।

সূরাঃ আল-বুরূজ ৮৫, পারা ৩০

سورة البروج – مكية ٨٥، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
(শুরু করছি)

১. কসমঃ গ্রহ–নক্ষত্র সুশোভিত আকাশের,

২. এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,

৩. এবং দ্রষ্টা ও দৃষ্টের,

৪. ধ্বংস করা হয়েছিল গর্তের অধিপতিগণকে।

৫. (যে গর্তে ছিল) জ্বালানীপূর্ণ আগুন।

৬. যখন তারা এর কিনারায় বসে ছিল।

৭. আর তারা মু'মিনদের সাথে যা করেছিল নিজেরাই এর প্রত্যক্ষদর্শী।

৮. তারা শুধু এ কারণে তাদেরকে নির্যাতন করত যে তারা ঈমান এনেছিল মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রশংসনীয় আল্লাহর প্রতি।

৯. যাঁর একচ্ছত্র মালিকানা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর উপর। আল্লাহই সর্ববিষয়েই সম্যকদ্রষ্টা।

১০. নিশ্চয়ই যারা মু'মিন ও মু'মিনাঃ (বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের) কে নির্যাতন করেছে এবং পরে তাওবাঃ করে নি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামে শাস্তি আর দহন যন্ত্রণা।

بسم الله الرحمن الرحيم

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿١﴾

وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴿٢﴾

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾

قُتِلَ أَصْحَٰبُ ٱلْأُخْدُودِ ﴿٤﴾

ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿٥﴾

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿٦﴾

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ
شُهُودٌ ﴿٧﴾

وَمَا نَقَمُوا۟ مِنْهُمْ إِلَّآ أَن يُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ
ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٨﴾

ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ
وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ
وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟ فَلَهُمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

سورة البروج - مكية ٨٥، الجزء ٣٠

سূরাঃ আল-বুরূজ ৮৫, পারা ৩০

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ
جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ ذَٰلِكَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿١١﴾

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾

إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿١٤﴾

ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴿١٥﴾

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿١٧﴾

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾

بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾

وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطٌۢ ﴿٢٠﴾

بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾

فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍۭ ﴿٢٢﴾

১১. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত নদীনালা; এটাই তো মহাসাফল্য।

১২. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।

১৩. তিনিই (অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে) সৃষ্টি করেন এবং পুনরাবর্তন ঘটান।

১৪. এবং তিনি ক্ষমাশীল স্নেহময়;

১৫. 'আরশের গৌরবান্বিত অধিকারী;

১৬. তিনি যা ইচ্ছা তাই-ই করেন।

১৭. তোমার কাছে কি সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে?

১৮. ফির'আওন ও ছামূদের?

১৯. বরং কাফিরগণ মিথ্যারোপে লিপ্ত।

২০. এবং আল্লাহ তাদের পশ্চাৎ (অলক্ষ্য) থেকে (তাদেরকে) পরিবেষ্টনকারী।

২১. বরং এটা গৌরবান্বিত কুরআন।

২২. যা (লিপিবদ্ধ আছে) সংরক্ষিত ফলকে।

সূরাঃ আত-তারেক ৮৬, পারা ৩০

سورة الطارق - مكية ٨٦، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

بسم الله الرحمن الرحيم

১. কসমঃ আকাশের এবং নিশীথে আবির্ভূত বস্তুর।

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾

২. কিসে তোমাকে জানাল নিশীথে আবির্ভূত বস্তু কী?

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾

৩. তা এক উজ্জল নক্ষত্র।

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾

৪. প্রত্যেক প্রাণীর জন্যই আছে একজন সংরক্ষক।

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾

৫. তাই মানুষ ভেবে দেখুক কি দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে!

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে,

خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾

৭. যা মেরুদন্ড ও বক্ষ-পিঞ্জর থেকে নির্গত হয়।

يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾

৮. নিশ্চয়ই তিনি তাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে সক্ষম।

إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

৯. যেদিন সব গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾

১০. সেদিন তার থাকবে না কোন শক্তি আর না কোন সাহায্যকারী।

فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾

১১. কসমঃ মেঘ-প্রত্যাবৃত্ত আকাশের,

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾

১২. এবং বিদীর্ণশীল ধরিত্রীর।[১]

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾

---

১. আকাশের বৃষ্টি প্রবাহের সঞ্চারক যা ঘুরে ফিরে আকাশে আবর্তিত হয়। বৃষ্টিপাত হলেই পৃথিবী থেকে উৎপাদিত হয় প্রাণ ধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও শস্য। সৃষ্টির ব্যাপারে আকাশ পুরুষের মতো আর পৃথিবী নারীর মত যেমন পুরুষের বীর্য না হলে নারী গর্ভধারণ করতে পারে না তেমনি আকাশের বৃষ্টি না হলে পৃথিবী তার গর্ভ থেকে কিছুই উদগত করতে পারে না। এ দুয়ের মিলনের বা সমন্বয়েই উৎপাদিত হয় যাবতীয় নিয়ামত। এ দুয়ের সমন্বয় ও গুরুত্বের মূল্যায়ন করতেই আল্লাহ এদের কসম করেছেন। صدع শব্দের অর্থ বিদীর্ণ হওয়া, কিন্তু ভাবার্থে প্রসবিনী।

সূরাঃ আত-তারেক ৮৬, পারা ৩০	سورة الطارق - مكية ٨٦، الجزء ٣٠
১৩. নিশ্চয়ই কুরআন (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী বাণী ।	إِنَّهُۥ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ١٣
১৪. এটা কোন হাস্যাস্পদ (জিনিস) নয় ।	وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ١٤
১৫. নিশ্চয়ই তারা ভীষণ চক্রান্ত করে	إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ١٥
১৬. এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি ।	وَأَكِيدُ كَيْدًا ١٦
১৭. অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও ।	فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًۢا ١٧

সূরাঃ আল-'আলা ৮৭, পারা ৩০	سورة الأعلى - مكية ٨٧، الجزء ٣٠
অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)	بسم الله الرحمن الرحيم
১. তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো ।	سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুসামঞ্জস্য করেছেন ।	ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢
৩. এবং যিনি (সবকিছুর পরিমাণ) নির্দিষ্ট করেছেন তারপর পথনির্দেশ দিয়েছেন ।	وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣
৪. যিনি (চারণ উপযোগী) তৃণ-লতা উৎপন্ন করেছেন ।	وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ٤
৫. তারপর তা শুষ্ক খড়কুটায় পরিণত করেছেন ।	فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ٥
৬. আমি (ক্রমান্বয়ে) তোমাকে পাঠ করাব ফলে তুমি ভুলবে না;	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ٦

৭. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীতঃ তিনি সম্যক অবগত যা প্রকাশ্য ও গোপনীয়।	إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ٧
৮. আমি তোমার পথ (দীন) সহজতর করে দেব।	وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ٨
৯. সুতরাং তুমি উপদেশ দাও যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়।	فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ٩
১০. সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে যে ভয় করে।	سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ١٠
১১. আর তা উপেক্ষা করে নিতান্ত হতভাগাই।	وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ١١
১২. সে প্রবেশ করবে মহা–অগ্নিতে।	ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ١٢
১৩. তারপর সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না।	ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ١٣
১৪. সে-ই সফলকাম যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে	قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤
১৫. এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে আর সালাত আদায় করে।	وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥
১৬. বরং তোমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকো পার্থিব জীবনকে।	بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ١٦
১৭. অথচ পরকালের জীবনই উৎকৃষ্ট এবং চিরস্থায়ী।	وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ١٧
১৮. এ তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে।	إِنَّ هَـٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٨
১৯. ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।	صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٩

সূরাঃ আল-গাশীয়াহঃ ৮৮, পারা ৩০

سورة الغاشية - مكية ٨٨، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
(শুরু করছি)

১. তোমার কাছে কি গাশিয়াহ'র[১] সংবাদ এসেছে?

২. সেদিন বহু মুখমণ্ডল হবে বিমর্ষ, অবনত,

৩. কঠোর পরিশ্রমে ক্লিষ্ট (বিষণ্ন)।

৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।

৫. অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হতে তাদেরকে পান করানো হবে।

৬. কাঁটাযুক্ত গুল্ম ব্যতীত তাদের জন্য অন্য কোন খাদ্য থাকবে না।

৭. যা পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না।

৮. (পক্ষান্তরে) সেদিন বহু মুখমণ্ডল হবে আনন্দোজ্জ্বল;

৯. নিজেদের কর্ম-সাফল্যে সন্তুষ্ট;

১০. সুমহান জান্নাতে।

১১. সেখানে তারা শুনবে না কোন অবান্তর কথা।

১২. সেখানে থাকবে প্রবাহমান প্রস্রবণ,

১৩. উন্নতমানের (সুসজ্জিত) বহু খাট-পালঙ্ক।

بسم الله الرحمن الرحيم

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغَٰشِيَةِ ﴿١﴾

وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ خَٰشِعَةٌ ﴿٢﴾

عَامِلَةٞ نَّاصِبَةٞ ﴿٣﴾

تَصۡلَىٰ نَارًا حَامِيَةٗ ﴿٤﴾

تُسۡقَىٰ مِنۡ عَيۡنٍ ءَانِيَةٖ ﴿٥﴾

لَّيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٖ ﴿٦﴾

لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِي مِن جُوعٖ ﴿٧﴾

وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاعِمَةٞ ﴿٨﴾

لِّسَعۡيِهَا رَاضِيَةٞ ﴿٩﴾

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٖ ﴿١٠﴾

لَّا تَسۡمَعُ فِيهَا لَٰغِيَةٗ ﴿١١﴾

فِيهَا عَيۡنٞ جَارِيَةٞ ﴿١٢﴾

فِيهَا سُرُرٞ مَّرۡفُوعَةٞ ﴿١٣﴾

---

১. গাশিয়াহ শব্দের অর্থ: আচ্ছাদনকারী, কুরআনের পরিভাষায় কিয়ামত বা শেষ বিচারের দিন।

সূরাঃ আল-গাশিয়াঃ ৮৮, পারা ৩০	سورة الغاشية - مكية ٨٨، الجزء ٣٠
১৪. সদা প্রস্তুত পানপাত্র,	وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾
১৫. সারি সারি উপাধান (বালিশ/তাকিয়া),	وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾
১৬. বিছানো গালিচা।	وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾
১৭. তবে কি তারা লক্ষ্য করে না উটের প্রতি: কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?	أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾
১৮. আকাশের দিকে- কিভাবে তা ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?	وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
১৯. পর্বতমালার দিকে: কিভাবে তা সংস্থাপিত করা হয়েছে?	وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾
২০. ভূতলের দিকে: কিভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে?	وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾
২১. অতএব তুমি উপদেশ দাও কেননা তুমি তো কেবল উপদেশদাতা।	فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾
২২. তুমি তাদের নিয়ন্ত্রক নও।	لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾
২৩. কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং সত্য প্রত্যাখান (কুফরী) করেছে:	إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾
২৪. আল্লাহ তাকে দেবেন কঠোর শাস্তি।	فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
২৫. নিশ্চয়ই আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন।	إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾
২৬. তারপরে তাদের হিসাবের দায়িত্ব আমারই।	ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

সূরাঃ আল-ফাজর ৮৯, পারা ৩০

سورة الفجر - مكية ٨٩، الجزء ٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَٱلْفَجْرِ ﴿١﴾

১. কসম: ফাজরের (উষাকালের)

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾

২. কসম: দশ রজনীর;

وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴿٣﴾

৩. কসম: জোড় ও বেজোড়ের।

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾

৪. কসম: রজনীর; যখন অতিক্রান্ত হয়।

هَلْ فِى ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ ﴿٥﴾

৫. ঐ সব (কসম) কী বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য যথেষ্ট কসম নয়?

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾

৬. তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক 'আদ জাতির সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন?

إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿٧﴾

৭. ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ছিল।

ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى ٱلْبِلَٰدِ ﴿٨﴾

৮. যার সমতুল্য কোন দেশে সৃজিত হয় নি।

وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا۟ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ﴿٩﴾

৯. আর ছামূদের প্রতি, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল।

وَفِرْعَوْنَ ذِى ٱلْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾

১০. আর ফির'আওনের প্রতি, যে বহু সৈন্য-শিবিরের অধিপতি ছিল।

ٱلَّذِينَ طَغَوْا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ ﴿١١﴾

১১. যারা দেশের মধ্যে সীমালংঘন করেছিল,

فَأَكْثَرُوا۟ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿١٢﴾

১২. সেখানে তারা বিপর্যয়ই বৃদ্ধি করেছিল।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾

১৩. তাই তোমার প্রতিপালক তাদের উপর প্রয়োগ করলেন কঠোরতম শাস্তি।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

১৪. অবশ্যই তোমার প্রতিপালক সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

১৫. মানুষ এমনি (স্বভাবের) যে যখন তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন তখন সে বলে থাকেঃ আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।

১৬. আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন তখন তার রিযক (জীবনোপকরণ)পরিমিত করে দেন, ফলে সে বলে: আমার প্রতিপালক আমাকে হেয় করেছেন।

১৭. কখনও না, বরং তোমরা ইয়াতীমকে (অনাথকে) সমাদর কর না।

১৮. এবং তোমরা অভাবীদের খাদ্য দানে পরস্পরকে অনুপ্রাণিত কর না।

১৯. এবং (উত্তরাধিকারীদের) ন্যায্য সম্পদ তোমরা সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করো।

২০. আর তোমরা ধন-সম্পদ জমা করতে অত্যাধিক ভালবাসো।

২১. এটা কখনও (সঙ্গত) নয়। যখন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে;

২২. তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন ও ফিরিশতারা আগমন করবেন সারিবদ্ধভাবে;

২৩. সেদিন জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে, সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে তার সে উপলব্ধি কী কোন কাজে আসবে?

২৪. সে বলবেঃ আফসোস! যদি আমার এ জীবনের জন্য (সৎকাজ) অগ্রিম পাঠাতে পারতাম!

২৫. সেদিন আল্লাহর শাস্তির মতো শাস্তি আর কেউই দিতে পারবে না।

فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ
وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾
وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ
فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَٰنَنِ ﴿١٦﴾
كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿١٧﴾
وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾
وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾
وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾
كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾
وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
وَجِا۟ىٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ
ٱلْإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾
يَقُولُ يَٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى ﴿٢٤﴾
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾

সূরাঃ আল-ফাজর ৮৯, পারা ৩০	سورة الفجر - مكية ٨٩، الجزء ٣٠
২৬. আর তাঁর বন্ধনের মত কেউ বন্ধনও করতে পারবে না।	وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ ٢٦
২৭. হে নিরুদ্বেগ আত্মা!	يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ٢٧
২৮. সন্তুষ্ট হয়ে সন্তোষভাজন অবস্থায় তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো।	ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ٢٨
২৯. আর তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,	فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ٢٩
৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।	وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ٣٠

সূরাঃ আল-বালাদ ৯০, পারা-৩০	سورة البلد - مكية ٩٠، الجزء ٣٠
অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)	بسم الله الرحمن الرحيم
১. কসম করছি: এ শহরের (মাক্কাঃ)।	لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ١
২. আর এ শহরে (কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধ) তোমার জন্য হালাল করা হয়েছে।[1]	وَأَنتَ حِلٌّۢ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٢
৩. কসম: জন্মদাতার এবং যা সে জন্ম দিয়েছে (আদম ও তার সন্তান)।	وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ٣
৪. অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার মধ্যে দিয়েই।[2]	لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِى كَبَدٍ ٤

---

১. حل শব্দের অর্থ কুরতুবী ও জালালাইন করেছেন হালাল। অর্থাৎ এ শহরে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করাকে আল্লাহ তাঁর রাসূলের জন্য হালাল করেছিলেন। حل শব্দের অন্য অর্থ অধিবাসী অর্থাৎ তুমি এ শহরের অধিবাসী।

২. كبد কাবাদ শব্দের অর্থ জীবন-সংগ্রাম, কঠিনতা বা প্রতিকূলতা, ইত্যাদি।

সূরাঃ আল-বালাদ ৯০, পারা ৩০	سورة البلد- مكية ٩٠، الجزء ٣٠
৫. সে কি মনে করে যে তার উপর কখনও কেউ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না?	أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾
৬. সে বলেঃ সম্পদ আমি নিঃশেষ করেছি প্রচুর ধন-সম্পদ।	يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾
৭. সে কি মনে করে যে কেউ দেখে নি তাকে?	أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٧﴾
৮. আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করি নি চক্ষুদ্বয়?	أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾
৯. আর জিহ্বা ও ঠোঁটদ্বয়?	وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾
১০. আর আমি কি তাকে দেখাই নি পথদ্বয়?	وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾
১১. সে তো অবলম্বন করে নি ক্লেশদায়ক পথ।	فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿١١﴾
১২. কিসে তোমাকে জানাল ক্লেশদায়ক পথ কী?	وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾
১৩. তা হচ্ছে দাসমুক্তি।	فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾
১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যদান ও	أَوْ إِطْعَٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾
১৫. নিকট আত্মীয় ইয়াতীমকে[১],	يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾
১৬. অথবা ধূলিধূসরিত[২] নিঃস্বকে।	أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

---

১. يتيم শব্দের অর্থ অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতৃহীন সন্তান।

২. ذا متربة শব্দের অর্থ ধূলিধূসরিত অর্থাৎ ধূলা যার অবলম্বন। এটা আরাবী বাগধারা যার অর্থ দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত।

সূরাঃ আল-বালাদ ৯০, পারা ৩০	سورة البلد- مكية ٩٠، الجزء ٣٠
১৭. তারপর সে শামীল হয়ে যায় মু'মিনদের মধ্যে যারা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয় ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপদেশ দেয়।	ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾
১৮. ওরাই সৌভাগ্যবান।	أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾
১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহ (নিদর্শনাবলী) অস্বীকার করে তারাই হতভাগ্য।	وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا هُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْمَشْـَٔمَةِ ﴿١٩﴾
২০. তাদের উপর থাকবে অবরুদ্ধ অগ্নি।	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌۢ ﴿٢٠﴾

সূরাঃ আশ-শামস ৯১, পারা ৩০	سورة الشمس- مكية ٩١، الجزء ٣٠
অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)	بسم الله الرحمن الرحيم
১. কসমঃ সূর্যের এবং এর (উদয়কালের) কিরণের।	وَٱلشَّمْسِ وَضُحَىٰهَا ﴿١﴾
২. কসমঃ চন্দ্রের যখন তা (সূর্যাস্তের পর) আবির্ভাব হয়।	وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ﴿٢﴾
৩. কসমঃ দিনের যখন তা (সূর্যকে) প্রকাশ করে।	وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ﴿٣﴾
৪. কসমঃ রাত্রির যখন তা (সূর্যকে বা আলো কে) আচ্ছন্ন করে।	وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ﴿٤﴾
৫. কসমঃ আকাশের এবং এর নিখুঁত নির্মাণ কৌশলের।[১]	وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ﴿٥﴾

---

১. এখানে ما মাসদারীয়া অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। অনেক তাফসীরে ما কে من অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। তাফসীর দু-ভাবেই আছে। (ইবনে কাছীর, জালালাইন, মুয়াসসার)

৬. কসমঃ পৃথিবীর এবং এর বিস্তীর্ণতার।

৭. কসমঃ আত্মার এবং তার সুষম গঠনের।

৮. তারপর তিনি তাকে অসৎকাজ ও সৎকাজে সহজাত জ্ঞান দান করেছেন।

৯. সে-ই সফলকাম যে তাকে (আত্মাকে) পরিশুদ্ধ করে।

১০. সে-ই ব্যর্থ যে তাকে (আত্মাকে) কলুষিত করে।

১১. ছামূদ জাতি তাদের অবাধ্যতাবশতঃ (সালেহকে) মিথ্যারোপ করেছিল।

১২. যখন তাদের মধ্যে এক নিকৃষ্ট ব্যক্তিই (একাজে) তৎপর হয়ে উঠলো।

১৩. তখন তাদেরকে আল্লাহর রাসূল (সালেহ) বললেনঃ আল্লাহর উষ্ট্রী ও তার পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক হও।

১৪. কিন্তু এর প্রতি তারা মিথ্যারোপ করল এবং ওটাকে (উষ্ট্রীকে) হত্যা করল। তাই তাদের পাপের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে একাকার করে দিলেন।

১৫. আর তিনি (আল্লাহ) এ শাস্তির পরিণাম সম্পর্কে পরোয়া করেন না।

وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ﴿٦﴾

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ﴿٨﴾

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ﴿١١﴾

إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ﴿١٢﴾

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ
وَسُقْيَٰهَا ﴿١٣﴾

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم
بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ﴿١٤﴾

وَلَا يَخَافُ عُقْبَٰهَا ﴿١٥﴾

সূরাঃ আল-লাইল ৯২, পারা ৩০	سورة الليل - مكية ٩٢، الجزء ٣٠
অসীম করুনাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)	بسم الله الرحمن الرحيم
১. কসমঃ রাত্রির যখন তা (অন্ধকার দ্বারা সব কিছুকে) আচ্ছন্ন করে।	وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ١
২. কসমঃ দিনের যখন (তার আলোকে সবকিছু) আলোকিত হয়।	وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢
৩. কসমঃ পুরুষ ও নারী সৃষ্টির।	وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ٣
৪. অবশ্য তোমাদের কর্মপ্রয়াস বিভিন্ন ধরনের।	إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ ٤
৫. সুতরাং যে দান করে এবং (আল্লাহকে) ভয় করে,	فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ٥
৬. এবং উত্তম বিষয়কে[১] (ইসলামকে) সত্য মনে করে,	وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٦
৭. আমি অচিরেই তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।	فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ ٧
৮. আর যে কার্পণ্য করে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে,	وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ ٨
৯. আর উত্তম বিষয় (ইসলাম)'র প্রতি মিথ্যা মনে করে,	وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ٩
১০. তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠিন পথ।	فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ ١٠
১১. তার সম্পদ কোনই কাজে আসবে না যখন সে ধ্বংস হবে।	وَمَا يُغۡنِي عَنۡهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ١١
১২. আমারই দায়িত্ব সৎপথের নির্দেশ দান।	إِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدَىٰ ١٢
১৩. এবং ইহকাল ও পরকালের কর্তৃত্ব আমারই।	وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ ١٣

-----

১. তাফসীর জালালাইন, মুয়াসসার ও ইবনে কাছীর।

সূরাঃ আল-লাইল ৯২, পারা ৩০	سورة الليل - مكية ٩٢، الجزء ٣٠
১৪. আমি তোমাদেরকে লেলিহান শিখা বিশিষ্ট অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করেছি।	فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾
১৫. একমাত্র চরম হতভাগা ছাড়া ওতে আর কেউ প্রবেশ করবে না।	لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾
১৬. যে (নাবীর উপর) মিথ্যারোপ করে এবং (ঈমান থেকে) বিমুখ থাকে।	الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾
১৭. এবং মুত্তাকীকে (আল্লাহভীরুকে) সেখান থেকে দূরে রাখা হবে।	وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴿١٧﴾
১৮. যে আত্মশুদ্ধির জন্য সম্পদ দান করে-	الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾
১৯. তবে তার প্রতি কারোরই অনুগ্রহের প্রতিদানে নয়।	وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿١٩﴾
২০. শুধুমাত্র তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়।[১]	إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾
২১. এবং অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে।	وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

---

১. ابتغاء وجه ربه 'আরবী ধারা অক্ষরার্থ: প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

সূরাঃ আদ-দুহা ৯৩, পারা ৩০	سورة الضحى - مكية ٩٣، الجزء ٣٠
অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)	بسم الله الرحمن الرحيم
১. কসমঃ পূর্বাহ্নের,[1]	وَٱلضُّحَىٰ ۝١
২. কসমঃ রাত্রির যখন তার অন্ধকার সব কিছুকে ঢেকে দেয়।	وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢
৩. তোমার প্রতিপালক তোমাকে ত্যাগ করেন নি আর তোমার প্রতি বিরূপও হন নি।	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣
৪. ইহকাল থেকে পরকালই তোমার জন্য উত্তম।	وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ۝٤
৫. অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (এমন কিছু) দান করবেন যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।	وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ ۝٥
৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম (পিতৃহীন) অবস্থায় পান নি তারপরে তোমাকে আশ্রয় দান করেন নি?	أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا فَـَٔاوَىٰ ۝٦
৭. তিনি তোমাকে (দীন সম্পর্কে) অনবহিত অবস্থায় পেয়েও কি সঠিক পথে পরিচালিত করেন নি?	وَوَجَدَكَ ضَآلّٗا فَهَدَىٰ ۝٧
৮. নিঃস্ব অবস্থায় পেয়েও কি (ধৈর্য ও সন্তুষ্টির দ্বারা) তিনি তোমাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেন নি?	وَوَجَدَكَ عَآئِلٗا فَأَغۡنَىٰ ۝٨
৯. অতএব তুমি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হয়ো না।	فَأَمَّا ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ ۝٩
১০. আর ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না।	وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ ۝١٠
১১. আর তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করো।	وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ۝١١

---

১. সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উভয় মুহূর্তই পৃথিবীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ জন্যই আল্লাহ এ সময়ের কসম করেছেন।

সূরাঃ আত-তীন ৯৫, পারা ৩০	سورة التين – مكية ٩٥، الجزء ٣٠
অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)	بسم الله الرحمن الرحيم
১. কসম: তীন ও যায়তূনের,[1]	وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيۡتُونِ ١
২. কসম: সিনাই পর্বতের,[2]	وَطُورِ سِينِينَ ٢
৩. কসম: এ নিরাপদ নগরীর (মাক্কাঃ),	وَهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٱلۡأَمِينِ ٣
৪. অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি উৎকৃষ্টতম গঠনে।	لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ ٤
৫. তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি সর্বনিম্নস্তরে।[3]	ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ ٥
৬. কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিদান।	إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٖ ٦
৭. এর পরেও কিসে তোমাকে কর্মফল দিবসের ব্যাপারে অবিশ্বাসী করায়?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِٱلدِّينِ ٧
৮. আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?	أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ ٨

---

১. তীন- ডুমুর ফল, আর যায়তূন (অলিভ বা জলপাই) ফল যা থেকে তেল হয় যা বর্তমানে Olive Oil নামে প্রসিদ্ধ।
২. সিনাই পর্বত প্যালেস্টাইনে অবস্থিত যেখানে মূসা (আঃ) কে আল্লাহ তাওরাত দান করেছিলেন।
৩. জাহান্নামের নিম্নস্তর / নিম্নতর অবস্থায়।

সূরাঃ আল-ইনশিরাহ ৯৪, পারা ৩০

سورة الإنشراح - مكية ٩٤، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. (হে মুহাম্মদ) আমি কি প্রশস্ত করে দেইনি তোমার বক্ষকে?

২. আর তোমা থেকে আমি লাঘব করি নি তোমার (নুবুয়্যাতের) গুরুদায়িত্ব --

৩. যা তোমার পিঠকে করে রেখেছিল ভারাক্রান্ত।

৪. আর আমি তোমার যিকর[1] (খ্যাতি) কে সমুচ্চ করেছি।

৫. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি।

৬. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি।

৭. (অতএব) যখনই (পার্থিব কর্ম থেকে) অবসর হবে তখন (আল্লাহর 'ইবাদতে) সচেষ্ট হও।

৮. এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করো।

بسم الله الرحمن الرحيم

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾

ٱلَّذِىٓ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴿٧﴾

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴿٨﴾

---

১. এখানে ذكر শব্দের অর্থ সম্মান, খ্যাতি, স্মরণ ইত্যাদি।

সূরাঃ আল-'আলাক্ব ৯৬, পারা ৩০

سورة العلق - مكية ٩٦، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

بسم الله الرحمن الرحيم

১. পড়ো, তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾

২. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্ত হতে।

خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾

৩. পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত,

ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾

৪. যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।

ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾

৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

৬. প্রকৃতপক্ষে মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে;

كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ﴿٦﴾

৭. কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।

أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ﴿٧﴾

৮. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের দিকেই (সকলেরই) প্রত্যাবর্তন।

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ ﴿٨﴾

৯. দেখোতো তাকে (আবু জাহলকে)[১]: যে নিষেধ করে;

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ﴿٩﴾

১০. বান্দা (মুহাম্মদ) কে, যখন সে সালাত আদায় করে?

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ﴿١٠﴾

১১. দেখোতো: যদি সে ন্যায়ের উপর থাকত।

أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ ﴿١١﴾

১২. অথবা তাকওয়া (আল্লাহভীতি)'র আদেশ দিতো।

أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقْوَىٰٓ ﴿١٢﴾

---

১. أرأيت : এ শব্দটির অর্থ হতে পারে (১) দেখ তো (আশ্চর্যবোধক অর্থে) (২) তুমি কি মনে কর। (৩) বলতো তো দেখিনি ইত্যাদি।

أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ﴿١٣﴾

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾

نَاصِيَةٍ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُۥ ﴿١٧﴾

سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب ۩ ﴿١٩﴾

১৩. দেখেছো সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?

১৪. সে কি জানে না যে আল্লাহ (তার সব কিছু) দেখেন?

১৫. সাবধান! সে যদি (মন্দকাজ থেকে) বিরত না হয় তবে অবশ্যই আমি তাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাব মাথার সামনের চুলের ঝুঁটি ধরে[১]।

১৬. মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠের মাথার সামনের চুলের ঝুঁটি।

১৭. অতএব সে আহবান করুক তার সহচরদেরকে।

১৮. আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরীগণকে।

১৯. সাবধান! তুমি ওর অনুসরণ করো নাঃ তুমি সিজদাহ্/সাজদাহ্ করো এবং (আমার) নিকটবর্তী হও।

---

১. أخذ بالناصية আরবী বাগধারা - অর্থ জোর করে অপমানকর অবস্থায় কপালের চুল ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া। বাংলা ভাষায় - ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া।

সূরাঃ আল-ক্বাদর ৯৭, পারা ৩০

سورة القدر – مكية ٩٧، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
(শুরু করছি)

১. নিশ্চয়ই আমি একে (কুরআনকে) অবতীর্ণ করেছি কাদরের (মর্যাদাপূর্ণ) রাত্রিতে।

২. কিসে তোমাকে জানাবে, লাইলাতুল কাদর (মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি) কী?

৩. লাইলাতুল কাদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

৪. সে রাতে প্রত্যেক কাজে[1] ফেরেশতাগণ ও রূহ্ (জিবরীল) তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়।

৫. সে রাত্রি প্রশান্ত আর তা ফাজরের (ঊষা) আবির্ভাব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝١

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝٢

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣

تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝٤

سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝٥

---

১. প্রত্যেকের ভাগ্য নির্ধারণ করার জন্য। (তাফসীর ইবনে কাছীর)

সূরাঃ আল-বায়্যিনাহঃ ৯৮, পারা ৩০ — سورة البينة - مكية ٩٨، الجزء ٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم
لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ
وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ
ٱلْبَيِّنَةُ ﴿١﴾
رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُوا۟ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾
فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾
وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ
بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾
وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟
ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾
إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ
وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ
أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. আহলে কিতাব[1] ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা আপন মতেই অটল ছিল যতক্ষণ না তাদের কাছে এলো সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে এক রাসূল পাঠ করে পবিত্র-সুহুফ (গ্রন্থসমূহ)।[2]

৩. যাতে আছে সঠিক সরল বিধান।

৪. যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই তারা বিভক্ত হয়ে গেল।

৫. তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোন আদেশই দেয়া হয় নি যে তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহরই ইবাদত করবে তাঁর সত্য দীনের প্রতি আনুগত্য হয়ে এবং সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে, এটাই সঠিক দীন।

৬. আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা চিরকাল জাহান্নামের আগুনের মধ্যে থাকবে। তারাই নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

---

১. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানগণ।
২. কুরআনকে বুঝানো হয়েছে।

সূরাঃ আল-বায়্যিনাঃ ৯৮, পারা ৩০

سورة البينة – مكية ٩٨، الجزء ٣٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ ﴿٨﴾

৭. যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

৮. তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে তাদের জন্য প্রতিদান–স্থায়ী জান্নাত যার তলদেশে প্রবাহিত নদীমালা; সেথায় তারা থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এ প্রতিদান তো তারই জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।

সূরাঃ আল-যিলযাল ৯৯, পারা ৩০

سورة الزلزال – مكية ٩٩، الجزء ٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾

وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾

وَقَالَ ٱلْإِنسَـٰنُ مَا لَهَا ﴿٣﴾

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. যখন পৃথিবী প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে তার আপন কম্পনে।

২. তখন পৃথিবী বের করে দেবে তার ভারসমূহ।

৩. মানুষ বলবে: তার এ কী হলো?

৪. সেদিন পৃথিবী বর্ণনা করবে আপন খবর;

৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন,

সূরাঃ আল-যিলযাল ৯৯, পারা ৩০ | سورة الزلزال – مكية ٩٩، الجزء ٣٠

৬. সেদিন মানুষ বের হবে ভিন্ন ভিন্ন দলে যাতে তাদেরকে দেখানো যায় তাদের কৃতকর্ম ।

৭. অতএব কেউ পরমাণু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা সে দেখবে,

৮. এবং কেউ পরমাণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে তাও সে দেখবে ।

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٦﴾

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

সূরাঃ আল-'আদীয়াত ১০০, পারা ৩০ | سورة العاديات – مكية ١٠٠، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. কসম ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত অশ্বরাজির,

২. আর যাদের ক্ষুরাঘাতে অগ্নি বিচ্ছুরণ,

৩. আর যারা আক্রমণ করে প্রভাতকালে,

৪. এবং সে সময়ে যারা ধুলি উড়ায়,

৫. তারপর শত্রুদলের বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করে ।[1]

৬. নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ,

৭. আর এ বিষয়ে সে নিজেই সাক্ষী,

بسم الله الرحمن الرحيم

وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾

فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾

فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾

فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًا ﴿٤﴾

فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا ﴿٥﴾

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾

وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾

---

১. এ সূরায় প্রথম পাঁচ আয়াতে আল্লাহ জিহাদের ঘোড়া এবং জিহাদকারীদের ফযীলত ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

সূরাঃ আল-'আদীয়াত ১০০, পারা ৩০	سورة العاديات – مكية ، ١٠٠، الجزء ٣٠
৮. আর অবশ্যই সে সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।	وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ٨
৯. তবে কি সে জানে না- যখন কবরের মধ্যে যা আছে তা উত্থিত করা হবে?	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ ٩
১০. আর অন্তরের মধ্যে যা আছে তাও প্রকাশ করা হবে।	وَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ ١٠
১১. তাদের প্রতিপালকই তাদের ব্যাপারে সেদিন সবিশেষ অবহিত।	إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌۢ ١١

সূরাঃ আল-ক্বারেয়াঃ ১০১, পারা ৩০	سورة القارعة – مكية ، ١٠١، الجزء ٣٠
অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)	بسم الله الرحمن الرحيم
১. মহাঘাতকারিণী প্রলয়।[১]	ٱلْقَارِعَةُ ١
২. মহাঘাতকারিণী প্রলয় কী?	مَا ٱلْقَارِعَةُ ٢
৩. কিসে তোমাকে জানাল মহাঘাতকারিণী প্রলয় কী?	وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٣
৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত।	يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ٤
৫. এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রং-বেরঙের পশমের মত।	وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ٥

---

১. قارعة শব্দের অর্থ কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের দিন। সেদিনের ভয়ংকর অবস্থা সকলের হৃদয়ে কঠোর আঘাত হানবে। কিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত করে قارعة আঘাতকারিণী স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।

সূরাঃ আল-ক্বারেয়াঃ ১০১, পারা ৩০	سورة القارعة – مكية ١٠١، الجزء ٣٠
৬. তারপর যার (সৎকর্মের) পাল্লা ভারী হবে,	فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ ٦
৭. সে তো থাকবে সন্তোষময় জীবনে।	فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ٧
৮. আর যার (সৎকর্মের) পাল্লা হালকা হবে;	وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ ٨
৯. তার স্থান হবে হাবীয়াঃ[১]।	فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ٩
১০. কিসে তোমাকে জানাল সেটা কী?	وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ١٠
১১. তা চরম উত্তপ্ত অগ্নি।	نَارٌ حَامِيَةٌۢ ١١

---

১. أم শব্দের অর্থ মা কিন্তু এখানে স্থান। هاوية হাবীয়াঃ এক জাহান্নামের নাম।

সূরাঃ আত-তাকাছুর ১০২, পারা ৩০

سورة التكاثر – مكية ١٠٢، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. প্রাচুর্যের আসক্তি তোমাদেরকে মোহবিষ্ট করে রেখেছে;

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছো।

৩. কখনও নয়, শীঘ্রই তোমরা জানবে।

৪. তারপরেও: কখনই নয় তোমরা শীঘ্রই জানবে।

৫. (আবারও বলি) কখনই নয় যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানে তা জানতে![1]

৬. তোমরা অবশ্যই দেখবে জাহীম[2]।

৭. তারপরেও (বলি), অবশ্যই তোমরা তা দেখবে চাক্ষুষভাবে।

৮. তারপর তোমাদেরকে সেদিন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে।

بسم الله الرحمن الرحيم

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ١

حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ٢

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٤

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ٥

لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ ٦

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ٧

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨

---

১. প্রতিযোগিতা আর আত্মগরিমার শাস্তি সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হলে তোমরা এ রকম করতে না।

২. জাহান্নামের এক নাম।

সূরাঃ আল-'আসর ১০৩, পারা ৩০ | سورة العصر – مكية ١٠٣، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
(শুরু করছি)

১. কসম: মহাকালের!

২. নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত;

৩. (কিন্তু) তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্য[১] পালনে উপদেশ দেয় আর ধৈর্যধারণেও উপদেশ দেয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

সূরাঃ আল-হুমাযাঃ ১০৪, পারা ৩০ | سورة الهمزة – مكية ١٠٤، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
(শুরু করছি)

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে আগে-পিছে লোকের নিন্দা করে।[২]

২. যে ধনসম্পদ জমায় এবং বার বার তা গণনা করে।

৩. সে ধারণা করে তার ধনসম্পদ তাকে রাখবে অমর ।

৪. কখনও না, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।

بسم الله الرحمن الرحيم

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾

كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾

---

১. ঈমানের ব্যাপারে (তাফসীর জালালাইন)

২. পরনিন্দা ও পরচর্চা হারাম, এ কারণে কঠোর শাস্তি আছে।

সূরাঃ আল-হুমাযাঃ ১০৪, পারা ৩০

سورة الهمزة – مكية ١٠٤، الجزء ٣٠

وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ ۝٥
نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ ۝٦
ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡـِٔدَةِ ۝٧
إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ ۝٨
فِي عَمَدٖ مُّمَدَّدَةِۭ ۝٩

৫. কিসে তোমাকে জানাল হুতামাহ কী?

৬. (তা হলো) আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি,

৭. যা অন্তরাত্মাকে গ্রাস করবে।

৮. নিশ্চয়ই তাদের উপরে তা পরিবেষ্টিত–

৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভে।[১]

সূরাঃ আল-ফীল ১০৫, পারা ৩০

سورة الفيل – مكية ١٠٥، الجزء ٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ
ٱلۡفِيلِ ۝١
أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ ۝٢
وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ ۝٣
تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ ۝٤
فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۭ ۝٥

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. তুমি কি দেখো নি- তোমার প্রতিপালক হস্তী বাহিনীর অধিপতিদের সাথে কী রকম (আচরণ) করেছিলেন?[২]

২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেন নি?

৩. আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি।

৪. যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল পোড়া মাটির পাথর।

৫. তারপর তিনি তাদেরকে পরিণত করেছিলেন ভক্ষিত (চিবানো) তৃণ সদৃশ।

---

১. আগুনের লেলিহান শিখা যা দেখতে দীর্ঘ স্তম্ভের মতো দেখায়।

২. ইয়ামানের গভর্নর আবরাহা কা'বাহ ঘর ধ্বংসের জন্য মাক্কার নিকট পৌঁছলে আল্লাহ পাখির দ্বারা আবরাহার হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করে দেন।

সূরাঃ আল-কুরাইশ ১০৬, পারা ৩০

سورة قريش - مكية ، ١٠٦ ، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
(শুরু করছি)

১. কুরাইশদের চিরাচরিত অভ্যাস।

২. তাদের অভ্যাস – শীত ও গ্রীষ্মে সফরের।[1]

৩. তাই তারা ইবাদত করুক এ ঘরের প্রতিপালকের;

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় দিয়েছেন খাদ্য এবং ভয়ভীতি হতে দিয়েছেন নিরাপত্তা।

بسم الله الرحمن الرحيم

لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾

إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴿٢﴾

فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴿٣﴾

ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ﴿٤﴾

সূরাঃ আল-মা'য়ূন ১০৭, পারা ৩০

سورة الماعون - مكية ، ١٠٧ ، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
(শুরু করছি)

১. দেখেছো সে দীনের প্রতি মিথ্যারোপ করে?[2]

২. সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে[3] (গলা) ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়,

৩. এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে (অপরকে) উৎসাহিত করে না।

بسم الله الرحمن الرحيم

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾

فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

---

১. কুরাইশগণ শীত ও গ্রীষ্ম মওসুমে কাফেলা নিয়ে ইয়ামান ও সিরিয়ায় সফরে অভ্যস্ত ছিল।
২. দীন অর্থ ধর্ম, ন্যায় বিচার, কর্মফল, পুনরুত্থান, ইত্যাদি। এখানে কর্মফল।
৩. ইয়াতীম শব্দের অর্থ অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতৃহীন; দুর্ভাগা।

সূরাঃ আল-মা'য়ূন ১০৭, পারা ৩০ | سورة الماعون – مكية ١٠٧، الجزء ٣٠

৪. অতএব ধ্বংস – সেসব সালাত (নামায) আদায়কারীদের জন্য;
৫. যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে অমনোযোগী;
৬. যারা লোক দেখানোর জন্যই (তা) করে।
৭. এবং নিত্য-ব্যবহার্য জিনিস (অপরকে) দেয়া থেকে বিরত থাকে।[1]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾
ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾
ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾
وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

সূরাঃ আল-কাওছার ১০৮, পারা ৩০ | سورة الكوثر – مكية ١٠٨، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)
১. নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দান করেছি কাওসার।[2]
২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় করো এবং কুরবানী করো।
৩. নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষপোষণকারীই তো (কল্যাণ) থেকে বিচ্ছিন্ন।

بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴿١﴾
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

---

১. মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বাস করলে পরস্পরের মধ্যে সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন এবং তা ইসলামে সামাজিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত। তাই নিত্য ব্যবহার্য জিনিস অপরকে দেয়া দীনি কর্তব্য।
২. كوثر- জান্নাতের বিশেষ এক প্রস্রবণের নাম। এ শব্দের অর্থ: আধিক্য, বিশেষ অর্থে কল্যাণের প্রাচুর্য।

সূরাঃ আল-কাফেরুন ১০৯, পারা-৩০

سورة الكافرون – مكية ١٠٩، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

১. বলঃ হে কাফেরগণ।

২. আমি তার 'ইবাদত করি না তোমরা যার 'ইবাদত করো ।[1]

৩. আর তোমরাও তাঁর 'ইবাদতকারী নও যাঁর 'ইবাদত আমি করি ।

৪. এবং আমিও তার 'ইবাদতকারী নই যার 'ইবাদত তোমরা করো ।

৫. আর তোমরাও তাঁর 'ইবাদতকারী নও যাঁর 'ইবাদত আমি করি ।

৬. তোমাদের দীন (শিরকী ধর্ম) তোমাদের জন্য আর আমার জন্যই (আমার) দীন (ইসলাম) ।[2]

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾

لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾

وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾

وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾

وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾

---

১. মক্কার কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আপোষ প্রস্তাব দেয় যে তিনি তাদের দেবতার উপাসনা করলে তারাও আল্লাহর 'ইবাদত করবে। তারা চেয়েছিল জগাখিচুড়ি দীন। কাফেরদের এ প্রস্তাব ও কূ-মতলবের জবাবে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

২. ইসলাম ধর্ম সত্য, শাশ্বত ও চিরন্তন। যারা সত্যগ্রহণে আগ্রহী নয় তাদের উপর জবরদস্তি নেই, তবে তাদের সাথে এ ব্যাপারে সমঝোতাও নেই। তারা তাদের মিথ্যা নিয়েই থাকুক আর সত্য নিয়ে থাকবে মুসলিমগণ।

সূরাঃ আন-নাসর ১১০, পারা ৩০

سورة النصر – مكية ١١٠ ، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

بسم الله الرحمن الرحيم

১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়[1]

إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿١﴾

২. আর তুমি দেখবে মানুষ প্রবেশ করছে আল্লাহর দীনে দলে দলে।

وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِى دِينِ ٱللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾

৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করবে এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তিনিই তো ক্ষমাপরায়ণ (তাওবা গ্রহণকারী)।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

সূরাঃ আল-লাহাব ১১১, পারা ৩০

سورة اللهب – مكية ١١١ ، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

بسم الله الرحمن الرحيم

১. ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হয়েছে।[2]

تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾

২. তার ধনসম্পদ এবং তার উপার্জন তার কোন উপকারেই আসে নি।

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾

৩. শীঘ্রই সে প্রবেশ করবে শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে।

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾

৪. এবং তার স্ত্রীও, জ্বালানী কাঠ (ইন্ধন) বহনকারিণী।

وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴿٤﴾

৫. তার গলায় খেজুর (গাছের) আঁশের পাকানো দড়ি।

فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍۭ ﴿٥﴾

---

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে মক্কা বিজয় ও সফলতার সু-সংবাদ দিয়ে প্রবোধ দান করেছিলেন।

২. আবূ লাহাব রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র চাচা। আবূ লাহাব তার কুনইয়াহ বা উপনাম। প্রকৃত নাম আবদুল উয্যাহ। সে ও তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'র দ্বীনের চরম বিরোধী ছিল। এ সূরাতে তাদের চরম পরিণতির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। সত্যিই আবূ লাহাব জীবন দুরবস্থায় মারা যায় এবং তার স্ত্রীও।

সূরাঃ আল-ইখলাস ১১২, পারা ৩০

سورة الإخلاص – مكية ١١٢، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
(শুরু করছি)

১. বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।[১]

২. আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, অমুখাপেক্ষী (বরং সব কিছুই তাঁরই মুখাপেক্ষী)

৩. তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি।

৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

সূরাঃ আল-ফালাক ১১৩, পারা ৩০

سورة الفلق – مكية ١١٣، الجزء ٣٠

অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে
(শুরু করছি)

১. বলঃ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি ঊষার স্রষ্টার[২]

২. সব অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন,

৩. আর রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়,

৪. আর গিঁটে ফুঁ-দেয়া যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে –

৫. আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿١﴾

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

---

১. এ সূরাহ কে সূরাহ তাওহীদ বলা হয়। এ সূরার ফযীলত অনেক। খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ ও হিন্দুদের অবতার ও জন্মান্তরের বিরুদ্ধে এ সূরাটি মূর্তমান প্রতিবাদ।

২. رب শব্দের অর্থ বহুবিধ, প্রতিপালক, স্রষ্টা, সংরক্ষক, বিবর্তক ইত্যাদি। বাক্যের গতি অনুসারে কখনও প্রতিপালক বা স্রষ্টা ইত্যাদি তরজমা করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত হয়েছে স্রষ্টা অর্থে পরের সূরার আয়াতে প্রতিপালক অর্থে।

সূরাঃ আন-নাস ১১৪, পারা ৩০ | سورة الناس - مكية ١١٤، الجزء ٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم	অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۝١	১. বলঃ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের প্রতিপালকের কাছে;
مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۝٢	২. (যিনি) মানুষের অধিপতি,
إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ۝٣	৩. (যিনি) মানুষের ইলাহ (সত্য উপাস্য);
مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ۝٤	৪. আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে;
ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۝٥	৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের হৃদয়ে;
مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۝٦	৬. জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে।

আল-ফালাক ও আন-নাস এই সূরা দু'টিকে মু'আওয়াযাতান বলা হয় কারণ এ দু'টো সূরার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। এ দুটি সূরাহ যা সকাল বিকাল পড়লে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং যাদুর গিট বা প্যাচ খুলে যায়।

সূরাঃ আল-ফাতেহাঃ ১, পারা ১

سورة الفاتحة - مكية ، ١ ، الجزء ١

১. অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

২. সমস্ত প্রশংসা নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহরই।

৩. (যিনি) অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু,

৪. বিচার দিনের (একচ্ছত্র) মালিক।

৫. আমরা কেবল তোমারই 'ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

৬. আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করো–

৭. তাদের পথ–যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ দান করেছ; (তাদের পথ) যারা ক্রোধগ্রস্ত নয় এবং পথভ্রষ্ট নয়।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ٢

ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣

مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٤

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٦

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧

এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে **আল-ফাতেহাঃ** (প্রারম্ভিক, উপক্রমণিকা) কারণ এ সূরাঃ দিয়েই কুরআন শরীফ আরম্ভ হয়েছে। অন্য নাম **আস-সাব'উল মাছানী** কারণ সব রাকা'য়াতেই এটা পড়তে হয়। এ সূরার আরও অনেক নাম আছে।
আল্লাহ– শব্দটি এক বিশেষ শব্দ যা আমাদের প্রতিপালকের প্রকৃত ও যথার্থ নাম। এ নাম অবস্থায় তিনি ছাড়া অন্য কাউকে এ নামে নামকরণ করা যায় না। আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে খোদা, ঈশ্বর, God ইত্যাদি নামে তাঁকে ডাকা ঠিক নয়।
সূরাঃ ফাতেহাঃ একটা দু'আ বিশেষ। সমস্ত ব্যাধি, অজ্ঞানতা এবং ভ্রান্তি ও ত্রুটির নিরাময় রয়েছে এ দু'আর মধ্যেই।
ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। যারা এ সত্যকে উপলব্ধি করে এবং সুন্নতের ইত্তেবা (অনুসরণ) করে তারাই সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল-সঠিক পথে আছে। আল্লাহর ক্রোধে পতিত দল হলো ইয়াহুদী সম্প্রদায় আর পথভ্রষ্ট হলো খ্রিস্টান সম্প্রদায়।
সূরাঃ আল-ফাতেহাঃ পড়ার পর পাঠকারীর জন্য আমীন পড়া মুস্তাহাব। আমীন শব্দের অর্থ হলো: হে আল্লাহ! কবুল করো। 'আলেমগণ একমত যে এ শব্দটি সূরাঃ আল-ফাতেহার অংশ নয়। তাই তাদের ইজমাঃ বা ঐক্যমত যে এ শব্দটি কুরআন শরীফে লেখা চলবে না। **(তাফসীর আল-মুয়াসসার, পৃষ্ঠা -১)**
ইমামের পিছনে জাহেরী সালাতে (নামাজে) জোরে আমীন বলা বা আস্তে বলা নিয়ে 'উলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে। জুমহুর বা অধিকাংশ 'উলামা জাহেরী সালাতে ইমামের পিছনে জোরে বলার ব্যাপারে একমত।
সব রাকা'য়াতে এমনকি ইমামের পিছনেও এ সূরাঃ পড়ার ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও সর্বাবস্থায়, সব রাকা'য়াতেই এ সূরাঃ পড়ার ব্যাপারে অধিকাংশ 'উলামা একমত এবং এ মতই বহু সাহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত।

References / المصادر و المراجع

অনুবাদ / ترجمة

1. কুরআনুল কারীম - ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
2. কুরআনুল কারীম - মাওলানা মুবারক করীম জওহর, কলিকাতা ।
3. বঙ্গানুবাদ কুরআনুল কারীম - তাওহীদ এডুকেশনাল ট্রাষ্ট, কিষাণগঞ্জ, ভারত ।
4. **The Holy Quran :** English Translation of the meaning and commentary: Yusuf Ali, King Fahad Holy Quran and Printing Complex, Al-Madinah Al-Munnawwarah.
5. Interpretation of the meaning of **The Nable Quran**: Dr. Muhammed Muhsin Khan, Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali : Published by: Dar-us-Salam, Riyadh and King Fahad Holy Quran and Printing Complex. Al-Madinah Al- Munnawwarah.
6. **The Qur'an:** Saheeh International, Jeddah.

তাফসীর / تفسير

7. تفسير ابن كثير.

8. تفسير الجلالين.

9. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.

10. التفسير الميسر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة.

11. تفسير أحسن البيان (باللغة الأردية) دار السلام ، الرياض.

Dictionary / قاموس

12. الفاظ القرآن \ فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف.

13. المعجم الوسيط

14. **Bengali-English Dictionary:** Bangla Academy. Dhaka, Bangladesh
15. আরবী-বাংলা অভিধান: ড: মুহাম্মদ ফজলুর রহমান
16. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান: বাংলা একাডেমী
17. চলন্তিকা: আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান: রাজশেখর বসু
18. **A Dictionary of Modern Written Arabic,** Arabic-English: **Hans Weh**